২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত
শিক্ষকদের জন্য পরীক্ষামূলক সংস্করণ

শিক্ষক সহায়িকা

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

দ্বিতীয় শ্রেণি

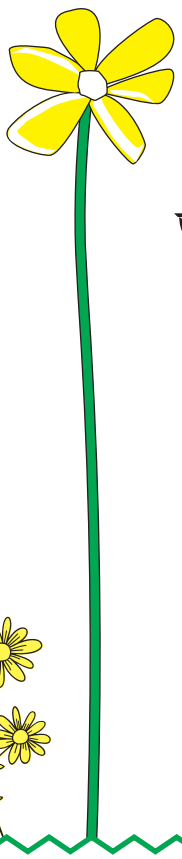

রচনা ও সম্পাদনা

ড. মুহাম্মদ শফিক আহমেদ
ড. আবদুল আলীম তালুকদার
মোহাম্মদ নাজমুল হাসান
মোঃ ইসমাইল

সমন্বয়ক

আশরাফুর রহমান খান

শিল্প নির্দেশনা

হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা- ১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ

চিত্রাঙ্কন

গ্রাফিক্স ডিজাইন
তাপস সরকার

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এর একটি নিয়মিত ও ধারাবাহিক কার্যক্রম। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণীত হওয়ার পর সর্বশেষ ২০১২ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়। পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে ও বৈশ্বিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে একটি নিরাপদ, উন্নত ও উদ্ভাবনী দেশের মর্যাদায় পৌঁছে দিতে সক্ষম একটি প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে একটি অভিন্ন কাঠামোতে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ (প্রাথমিক স্তর)-এর আলোকে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সক্রিয়শিখন ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক করার লক্ষ্যে শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। নিজ ধর্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটিয়ে বাস্তব জীবন সংশ্লিষ্ট নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা একটি আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' শিক্ষক সহায়িকার প্রতিটি অধ্যায়ের অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, পাঠ-সংশ্লিষ্ট শিখনফল, বিষয়বস্তু, শিক্ষা উপকরণ, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, পরিকল্পিত কাজ, মূল্যায়ন নির্দেশনা এবং সাধারণ নির্দেশনা সংযোজিত হয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব শিখন পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপন কৌশলের সঙ্গে সহায়িকায় বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন- এমনটাই প্রত্যাশা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এর প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক সহায়িকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য শিক্ষক সহায়িকাটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক-প্রশিক্ষক, শিখন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। এটি রচনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, চূড়ান্ত পরিমার্জন ও সমন্বয় থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যারা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাদেরও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। শিক্ষক সহায়িকার পরীক্ষামূলক সংস্করণে অনাকাঙ্খিত ও মুদ্রণজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত রাখার সর্বোচ্চ প্রয়াস সত্ত্বেও কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। শিক্ষক সহায়িকার ত্রুটি সংশোধন ও প্রয়োজনীয় পরিমার্জনে সম্মানিত শিক্ষকগণের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ আমরা সব সময়ই প্রত্যাশা করি।

যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক সহায়িকা রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সাধারণ নির্দেশনা

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং একবিংশ শতাব্দীর দক্ষতাসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরের ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা আগের চেয়ে আরো শিক্ষার্থী-বান্ধব এবং অনুসন্ধানমূলক শিখনে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণির এই শিক্ষক সহায়িকায় যুগোপযোগী বিষয়বস্তু নির্ধারণের পাশাপাশি শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন আনা হয়েছে। সকল শিক্ষার্থীর পূর্ণ শিখন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর শিখন দৃশ্যমান করা ও শিক্ষার্থীর শিখন দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি পাঠে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিখন সংগঠক (গ্রাফিক অর্গানাইজার) সংযোজন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিখনফলসমূহ সঠিকভাবে অর্জনের উদ্দেশ্যে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক নিম্নের বিষয়গুলো বিচার-বিশ্লেষণ করবেন।

১. প্রতিটি পাঠ শুরুর পূর্বে পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু, শিখনফল এবং শিখন-শেখানো কার্যাবলি মনোযোগ সহকারে পড়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

২. শিখন নিশ্চিতকরণে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা বিবেচনা করবেন।

৩. সার্বিক মানসিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্য বিবেচনায় শিখন-শেখানো কৌশল নির্ধারণ করবেন।

৪. শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করবেন।

৫. শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) করার জন্য শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতাভেদে সকল শিক্ষার্থী যেন শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে, তা নিশ্চিত করবেন।

৬. সম্ভব হলে শিক্ষক পাঠের সময় সহায়িকার প্রতি পাঠে বর্ণিত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করবেন।

৭. পাঠ-সংশ্লিষ্ট পরিকল্পিত কাজ সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত নির্দেশনা যথাসম্ভব অনুসরণ করবেন। যেমন–

- কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিবেন।
- শিক্ষার্থী কাজটি করবে এবং শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবেন।
- পাঠসংশ্লিষ্ট কাজসমূহ বিশেষ গুরুত্বসহকারে হাতে-কলমে সম্পন্ন করবেন।
- যে সকল শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিবেন।
- শিক্ষার্থীর শিখন ধারণা/ ভুল ধারণা/ অসম্পূর্ণ ধারণা/ প্রয়াসের ক্ষেত্রে ইতিবাচক থাকবেন এবং শিক্ষার্থীকে ধারণা প্রকাশে উৎসাহ প্রদান করবেন। সময় নিয়ে যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য এ সকল ধারণা ব্যবহার করবেন।
- একক/ দলগত কাজ শিক্ষার্থীদের দিয়ে উপস্থাপন করবেন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সামাজিক মর্যাদাবোধ সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকবেন।

৮. শিখন মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য পাঠ চলাকালে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

৯. শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক পুনর্মূল্যায়ন করবেন।

১০. শিক্ষক পাঠদানের সময় আন্তঃবিষয়ক পদ্ধতি (Interdisciplinary Method) অনুসরণ করে [যেমন– শব্দভাণ্ডার, ভাষাগত দক্ষতা, গাণিতিক দক্ষতা, অংকন দক্ষতা, সূক্ষ্ম ও স্থূল পেশি পরিচালনা দক্ষতা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিষয়ক দক্ষতা] এক বিষয়ের যোগ্যতার সাথে অন্যান্য বিষয়ের যোগ্যতার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

১১. শিক্ষক সহায়িকায় প্রতিটি অধ্যায়কে কয়েকটি পাঠে বিভাজন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর মানসিক পরিপক্বতা, সামর্থ্য, যোগ্যতা ও শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে প্রয়োজনে পাঠ সংখ্যা বাড়াতে বা কমাতে পারবেন।

১২. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পাঠের সময় বিভাজন পরিকল্পনা করবেন।

১৩. শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল ছাড়াও অন্য কোনো কার্যকর পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবেন।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	মহান আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টিজগৎ	১-২৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	নবি-রাসুলগণের জীবনচরিত অনুসরণ	৩০-৫৪
তৃতীয় অধ্যায়	ধর্মের আদর্শ অনুসরণে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন	৫৫-৭৪
চতুর্থ অধ্যায়	অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক	৭৫-৮৫
পঞ্চম অধ্যায়	মানুষ, জীবজগৎ, প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা	৮৬-৯৯

প্রথম অধ্যায়

মহান আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টিজগৎ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ সৃষ্টিকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে জেনে ইমান/বিশ্বাস সুদৃঢ় করতে পারা।

১.২ মহান আল্লাহকে ভালোবেসে ইবাদাত অনুশীলন করতে পারা।

পাঠ বিভাজন: ৭

পাঠ- ১

সৃষ্টিজগতের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

১.১.১ সৃষ্টিজগতের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে।

বিষয়বস্তু

মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিজগতের প্রতি রয়েছে তাঁর অপরিসীম অনুগ্রহ। তিনি শিশুর জন্য মায়ের বুকে দুধের ব্যবস্থা করেন। তিনি সৃষ্টিজগতকে খাদ্য, পানি, আলো, বাতাস দিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন। আমরা মাছ-মাংস, শাকসবজি, ফল-ফলাদিসহ যেসব খাদ্যদ্রব্য খেয়ে বেঁচে থাকি– এ সবই আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ। তিনি আমাদের উপকারের জন্য আলো-বাতাস, পানি-মাটি, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদীসহ হাজারো উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। এসবই আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বা দয়া।

আল্লাহ তা'আলা কেবল আমাদেরই দয়া করেন না। তিনি গাছপালা, পশু-পাখি, জীব-জন্তুকেও দয়া করেন। এদেরও খাবারের ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলাই করে থাকেন। আলো-বাতাস, মাটি ও পানি আল্লাহর দান। আল্লাহর এসব দান সবার জন্য।

পানির অভাবে খাল-বিল শুকিয়ে যায়; গাছপালা মরে যায়; ফসলের মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে যায়। আল্লাহর রহমতে আকাশে মেঘ জমা হয়; বৃষ্টি ঝরে; খাল-বিল পানিতে ভরে যায়। খেত-খামার সতেজ-শ্যামল হয়ে ওঠে। সোনালি ফসলে মাঠ ভরে যায়। এ সবকিছু হয় আল্লাহ তা'আলার অসীম দয়ায়।

আলো-বাতাস আমরা বানাতে পারি না; পানি, মেঘ, বৃষ্টিও আমরা বানাতে পারি না। এসব আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। আর এসব দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগতকে সাজিয়ে আমাদের বসবাসের জন্য উপযোগী করেছেন। তাই তাঁর এ সকল অনুগ্রহ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমাদের ইমান/বিশ্বাস সুদৃঢ় করব এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁকে ভালোবেসে তাঁর ইবাদাত অনুশীলন করব।

চিত্র: ফুল ও ফল আল্লাহর সৃষ্ট নিয়ামত (অনুগ্রহ)

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যাবেন, যেখানে তারা সহজে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে সৃষ্টিজগতের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ পর্যবেক্ষণ করতে পারে। বাইরে নেওয়া সম্ভব না হলে তিনি শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষ থেকে বাইরে তাকিয়ে তা পর্যবেক্ষণ করতে বলতে পারেন। পূর্ব অভিজ্ঞতা যাচাইয়ের জন্য তিনি প্রশ্ন করবেন:

- তোমরা মহান আল্লাহর সৃষ্টিজগতে কী কী পর্যবেক্ষণ করেছ?
- সৃষ্টিজগতের প্রতি তাঁর কী কী অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ করেছ?

৩. উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে বোর্ডে লিখবেন।
(**লক্ষণীয়:** শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলে তাও গ্রহণ করবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যে কোনো একজন বা দু'জনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন)

৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:
'আজ মানুষ ও অন্য সকল সৃষ্টির প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পর্কে জানার মাধ্যমে তাঁর প্রতি আমাদের আস্থা ও বিশ্বাস সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট হব।'

৬. এরপর শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন লিখবেন:
আমাদের প্রতি মহান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহগুলো কী?

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক সম্ভব হলে সৃষ্টিজগতের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পর্কিত ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করবেন। অতঃপর তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের মূল প্রশ্নের আলোকে পাঠের বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলবেন।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে সৃষ্টিজগতের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহসমূহের তালিকা তৈরি করবে। শিক্ষক নিম্নোক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে কাজটি করাবেন।

- সৃষ্টিজগতের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ কী?

উত্তর পাওয়ার জন্য শিক্ষক কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।
শিক্ষক মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতিতে উত্তরগুলোর তালিকা বোর্ডে প্রদর্শন করবেন। (শিক্ষার্থী বলবে শিক্ষক উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন। ভুল হলে তাও লিখবেন। একজন শিক্ষার্থীর উত্তর সম্পর্কে অন্য শিক্ষার্থীর মতামত নিবেন। ভুল উত্তর দিলে অথবা উত্তর দিতে না পারলে প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

বিশেষ নির্দেশনা: যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন, কোনো কিছু সংযোজন এবং যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করবেন।

শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনার পর শিক্ষক বিষয়বস্তুর ধারণা আরও সুস্পষ্ট করবেন।
শিক্ষক বোর্ডে লেখা উত্তরগুলো পড়ে শোনাবেন। তালিকায় নেই মহান আল্লাহর এমন কয়েকটি অনুগ্রহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক বলবেন, সৃষ্টিজগতের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ নানা রকমের খাদ্য, আলো, বাতাস, পানি ইত্যাদি এমনিতেই হয়নি। মহান আল্লাহই এসবের সৃষ্টিকর্তা। এসব দিয়ে তিনি আমাদের বাঁচিয়ে রাখেন। আমরা তাঁর এসব অনুগ্রহকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি ও তাঁর উপর আমাদের ইমান/বিশ্বাস সুদৃঢ় করতে পারি।

একক কাজ

মহান আল্লাহর অনুগ্রহ হিসেবে ১টি করে ফল/ফুলের ছবি আঁকবে।

সারসংক্ষেপ

ক্লাস পরিসমাপ্তির পূর্বে শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতসহ আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে বলবেন–

মহান আল্লাহ সৃষ্টিজগতের উপকারের জন্য আলো-বাতাস, পানি-মাটি, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদীসহ হাজারো উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিজগতের প্রতি মহান আল্লাহর এসব অনুগ্রহ এমনি এমনিই হয়নি। মহান আল্লাহই এসবের সৃষ্টিকর্তা। তাই তাঁর এ সকল অনুগ্রহ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমাদের ইমান/বিশ্বাস সুদৃঢ় করব এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁকে ভালোবেসে তাঁর ইবাদাত অনুশীলন করব।

আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে কীভাবে তাঁর ইবাদাত অনুশীলন করব তা আমরা পরবর্তী পাঠে জানব। তোমরাও এ বিষয়ে চিন্তা করে আসবে।

এরপর শিক্ষক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যায় শেষে বর্ণিত শিখন মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পাঠ-২

মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা

শিখনফলঃ এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

১.১.২ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারবে।

বিষয়বস্তু

পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে আমরা মহান আল্লাহর অগণিত নিয়ামত ভোগ করি। তাঁর দয়া ও নিয়ামত ব্যতীত এক মুহূর্তও আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সুস্থ দেহ, সুস্থ মন, সুস্থ পরিবেশ, অপরূপ প্রকৃতি ও জীবজগৎ সবই তাঁর নিয়ামত।

চিত্রঃ আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্য

আমরা প্রতিনিয়ত মহান আল্লাহর এসব অনুগ্রহ ভোগ করি। তাই ভালো-মন্দ, সুখে-দুঃখে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের কর্তব্য। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা ইব্‌রাহিমের ৭ নং আয়াতে ইরশাদ করেন, 'তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা আদায় করো, তা হলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে (আমার নিয়ামত) আরও বাড়িয়ে দেবো। আর যদি তোমরা অস্বীকার করো (তবে জেনে রেখ অকৃতজ্ঞদের জন্য) তা হলে আমার আজাব অবশ্যই কঠিন।'

আমাদের প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মদ (স.) নিজে সর্বদা কৃতজ্ঞতা আদায় করতেন এবং সাহাবায়ে কিরামদেরকে কৃতজ্ঞতা আদায়ের প্রতি অনুপ্রাণিত করতেন। মহানবি (স.) ঘুম থেকে উঠে বলতেন, সব প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি আমাদের মৃত্যু দেওয়ার পর আবার জীবন দান করেছেন। আর তাঁর কাছেই তো আমাদের একত্রিত করা হবে (সহীহ্ বুখারিঃ ৩১১২)।

মহানবি (স.) খাবার গ্রহণ করার পর, নতুন জামা পরিধানের পর, ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে মহান আল্লাহর শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা আদায় করতেন। হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (স.) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ঐ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে কিছু খেলে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং কিছু পান করলেও আল্লাহর প্রশংসা করে (সহীহ্ মুসলিম: ২৭৩৪)।

তাই মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ইসলামের এক সুমহান শিক্ষা ও উত্তম ইবাদাত। আমাদের সবার কর্তব্য হলো এই শিক্ষা অনুসারে মহান আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এতেই আমাদের কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। আমরা খাবার গ্রহণ করার পর, নতুন জামা পরিধানের পর, সুসংবাদ শোনার পর এবং যে কোনো কাজে সাফল্য লাভের পর 'আলহামদুলিল্লাহ্' দু'আ পাঠ করে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।
২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করবেন–

- আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কাউকে কোনো দু'আ করতে দেখেছ?
- আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের জন্য তোমরা কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছ?
- কি বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছ?

৩. উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে বোর্ডে লিখবেন।
(**লক্ষণীয়:** শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলে তাও গ্রহণ করবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যে কোনো একজন বা দু'জনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।)

৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:
'আজ আমরা মহান আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার দু'আ শিখব।'

৬. এরপর শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন লিখবেন:
কোন দু'আ পাঠ করে আমরা মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব?

৭. অতঃপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলবেন।

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক সম্ভব হলে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য 'আলহামদুলিল্লাহ্' লেখা পোস্টার প্রদর্শন করবেন। অতঃপর তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের মূল প্রশ্নের আলোকে পাঠের বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলবেন।

একক কাজ

শিক্ষার্থীরা সৃষ্টিজগতের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলবে। শিক্ষক নিম্নের প্রশ্নের মাধ্যমে কাজটি করাতে পারেন।

- মহান আল্লাহর সকল অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য কোন দু'আ পাঠ করব?

উত্তর পাওয়ার জন্য শিক্ষক কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।
শিক্ষক উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন। ভুল হলে তাও লিখবেন। একজন শিক্ষার্থীর উত্তর সম্পর্কে অন্য শিক্ষার্থীর মতামত নিবেন। ভুল উত্তর দিলে অথবা উত্তর দিতে না পারলে প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

	আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়ত্বানির রাজিম
	বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম
	আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন
	অন্য দু'আ
	অন্য দু'আ

বিশেষ নির্দেশনা: যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন, কোনো কিছু সংযোজন এবং যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করবেন।

শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনার পর শিক্ষক বিষয়বস্তুর ধারণা আরও সুস্পষ্ট করবেন।
অতঃপর শিক্ষক বলবেন, তাহলে আমরা জানলাম যে, মহান আল্লাহর সকল অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে আমরা 'আলহামদুলিল্লাহ্' দু'আ পাঠ করব।

দলগত কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের 'আলহামদুলিল্লাহ্' দু'আ একাধিকবার অনুশীলন করাবেন। তারা 'আলহামদুলিল্লাহ্' দু'আ সরবে অনুশীলন করবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। কোনো শিক্ষার্থীর উচ্চারণে ভুল হলে তা সংশোধন করে দিবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের থেকে একজনকে সামনে ডেকে এনে তার মাধ্যমে পুরো ক্লাসের সবাইকে অনুশীলন করাবেন।

সারসংক্ষেপ

ক্লাস পরিসমাপ্তির পূর্বে শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতসহ আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে বলবেন–

মহান আল্লাহ সৃষ্টিজগতের উপকারের জন্য আলো-বাতাস, পানি-মাটি, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদীসহ হাজারো উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিজগতের প্রতি মহান আল্লাহর এসব অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁর প্রশংসা করা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া একান্ত কর্তব্য। তাই আমরা 'আলহামদুলিল্লাহ্' দু'আ পাঠ করে মহান আল্লাহর সকল অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব।

মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যেমন আমরা বিসমিল্লাহ্ পড়বো তেমনি আমাদের ইমান সুদৃঢ় করার জন্য কালিমা শাহাদাত পাঠ করা আবশ্যক। এ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী পাঠে জানব। তোমরাও এ বিষয়ে চিন্তা করে আসবে।

এরপর শিক্ষক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যায় শেষে বর্ণিত শিখন মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পাঠ- ৩
কালিমা শাহাদাত

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

১.১.৩ কালিমা শাহাদাত সঠিক উচ্চারণে অর্থসহ বলতে পারবে।

বিষয়বস্তু

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ বা ভিত্তি রয়েছে। কালিমা শাহাদাত হলো সেই পঞ্চ ভিত্তির অন্যতম একটি ভিত্তি। ইমান বা বিশ্বাসের মূলকথা হলো এই কালিমা। কালিমা শাহাদাতের পুরো অর্থ হচ্ছে সাক্ষ্য বাণী।

মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করলে ইমান সুদৃঢ় হয়। আমাদের নবি হজরত মুহাম্মদ (স.) যে আল্লাহর প্রেরিত রাসুল, এ কথার বিশ্বাসও ইমানকে সুদৃঢ় করে। কালিমা শাহাদাত পড়ে মহান আল্লাহর একত্ব ও প্রিয় নবির রিসালাতের বিষয় সাক্ষ্য দিয়ে ইমানকে সুদৃঢ় করা যায়। সে কারণে কালিমা শাহাদাত জানা আমাদের জন্য আবশ্যক।

বাংলা অর্থসহ কালিমা শাহাদাত

কালিমা শাহাদাত	আরবি উচ্চারণ	বাংলা অর্থ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ	আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা- শারীকালাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

উপরের ছকে আমরা দেখলাম যে, কালিমা শাহাদাতের দু'টি অংশ রয়েছে।

 # প্রথম অংশের বাংলা উচ্চারণ: আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকাল্লাহু
অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই।

 # দ্বিতীয় অংশের বাংলা উচ্চারণ: ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আবদুহু ওয়া রাসুলুহু
অর্থ: 'আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।'

এই সাক্ষ্য শুধু মুখে নয়, মনে প্রাণে শুদ্ধভাবে নিয়ত করে স্বীকার করতে হবে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. নিচের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন–

- তোমরা কাউকে কালিমা পাঠ করতে দেখেছ?
- তোমরা কোনো কালিমা পাঠ করেছ?

৩. উত্তর পাওয়ার জন্য ৩–৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ২–৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। (শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলে তাও গ্রহণ করবেন ও সঠিক উত্তর দিতে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীর মতামত শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যে কোনো একজন বা দু'জনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

৪. অতঃপর শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে আজকের পাঠ শিরোনাম 'কালিমা শাহাদাত' বোর্ডে লিখবেন ।

৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:

তোমরা প্রথম শ্রেণিতে 'কালিমা তাইয়্যিবা' শিখেছ। আজ তোমরা 'কালিমা শাহাদাত' শিখবে।

৬. এরপর শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন লিখবেন:

কালিমা শাহাদাতের সঠিক উচ্চারণ ও অর্থ কী?

৭. অতঃপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলবেন।

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক সম্ভব হলে কালিমা শাহাদাত এর অর্থসহ বাংলা উচ্চারণ লেখা পোস্টার প্রদর্শন করবেন। অতঃপর তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের মূল প্রশ্নের আলোকে পাঠের বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলবেন।

কালিমা শাহাদাত	কালিমা শাহাদাত এর অর্থ
আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আবদুহু ওয়া রাসূলুহু	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

দলগত কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিবেন। খেয়াল রাখবেন সব দলেই যেন সকল প্রকার (পারদর্শী/কম পারদর্শী) শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত থাকে। এবার শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে কালিমা শাহাদাত অর্থসহ অনুশীলন করাবেন। প্রথমে তুলনামূলকভাবে পারদর্শী শিক্ষার্থী বলবে। বাকি সকল শিক্ষার্থী তার সাথে অনুশীলন করবে। এভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থী একবার করে নেতৃত্ব দিয়ে কালিমা শাহাদাত অনুশীলন করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

সারসংক্ষেপ

ক্লাসের পরিসমাপ্তির পূর্বে শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতসহ আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে বলবেন–

কালিমা শাহাদাত পড়ে আল্লাহর একত্ব ও প্রিয় নবির রিসালাতের বিষয় সাক্ষ্য দিয়ে ইমানকে সুদৃঢ় করা যায়।

সে কারণে কালিমা শাহাদাত জানা আমাদের জন্য আবশ্যক। কালিমা শাহাদাত হলো- এই বলে সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। তার কোনো শরিক নেই এবং হজরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহ তা'আলা ও রাসুল (স.) এর ওপর ইমান আনয়নের পর তাঁর ইবাদাত করা অবশ্যক। আর ইবাদাতের জন্য পবিত্রতা অর্জন করা প্রয়োজন। কীভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে হয় তা আমরা পরবর্তী পাঠে জানব। তোমরাও এ বিষয়ে চিন্তা করে আসবে।

এরপর শিক্ষক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যায় শেষে বর্ণিত শিখন মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পাঠ- ৪
পবিত্রতা অর্জন

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

১.২.১ সালাত অনুশীলনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়বস্তু

আমরা মুসলমান। আল্লাহ তা'আলা আমাদের ওপর সালাত আদায় ফরজ করেছেন। সালাত অনুশীলনের জন্য প্রস্তুতি হিসেবে ওযু করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হয়; পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। প্রিয় নবি (স.) বলেছেন, পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ। মুসলিম শরিফের আরেক হাদিসে নবি (স.) আরো বলেছেন, 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইমানের অর্ধেক।' প্রকৃত ইমানদার হওয়ার জন্য পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে শরীর ও মন ভালো থাকে। বিভিন্ন প্রকার রোগব্যাধি থেকে দূরে থাকা যায়। শরীরে কোথাও ময়লা লাগলে আগে তা দূর করতে হয়। গোসল করে পরিষ্কার হতে হয়। সালাত আদায় ও পবিত্র কুরআন পাঠের আগে পাক-পবিত্র হতে হয়। পাক-পবিত্র হওয়ার প্রধান উপায় হলো ওযু (পবিত্রতা)। ওযু করে পাক পবিত্র হতে হয়। নবি (স.) বলেছেন, নামাজ বেহেশতের চাবি; ওযু নামাজের চাবি (মিশকাত শরিফ)। ওযুর ফরজ বা আবশ্যকীয় কাজ হলো ৪টি। যথা: ১. সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা। ২. দুই হাত কনুইসহ ধৌত করা। ৩. মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ্ করা এবং ৪. দুই পা টাখ্নুসহ ধৌত করা। এভাবে ওযুর সময় হাত-মুখ ধুতে হয়। কুলি করে মুখের ভেতরের অংশ পরিষ্কার করতে হয়। নাক, মুখমণ্ডল পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়। মাথা মাসেহ্ করতে হয়। চোখে পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়। দুই পা টাখ্নু পর্যন্ত ধৌত করতে হয়।

চিত্র: ওযু অনুশীলন করার দৃশ্যাবলি

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা মানুষকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে বাবা-মা খুশি হন। শিক্ষক ও বন্ধুরাও তা পছন্দ করে। তাই আমরা নিয়মিত ওযু-গোসল করব। ওযু করে পাক-পবিত্র হয়ে সালাত অনুশীলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করব।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করবেন।
২. নিচের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন–

- তোমরা বাড়িতে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য কী করো?
- কী কী কাজ করে সালাতের জন্য পবিত্রতা অর্জন করতে হয়?

৩. উত্তর পাওয়ার জন্য ৩–৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ২–৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।
৪. শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে 'সালাতের জন্য পবিত্রতা অর্জন' বোর্ডে লিখবেন।
(লক্ষণীয়– শিক্ষার্থীর উত্তরের প্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীর মতামত শুনবেন। শিক্ষার্থী ভুল উত্তর দিলে তাও গ্রহণ করবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যে কোনো একজন বা দু'জনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন)।
৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:
'আজ আমরা ওযুর অনুশীলনের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কে জানব।
৬. বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন:
কিভাবে ওযুর অনুশীলন করতে হয়?

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক শিক্ষক সম্ভব হলে ওযু অনুশীলন করার ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীরা কী কী লক্ষ্য করবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিবেন। অতঃপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের মূল প্রশ্নের আলোকে পাঠের বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের বাইরে ওযুখানায় এনে প্রত্যক্ষভাবে ওযু করে শিক্ষার্থীদের ওযু অনুশীলন করাতে পারেন।

একক কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে ওযুর ফরজ বা আবশ্যকীয় কাজগুলো বলতে বলবেন। তিনি মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতিতে উত্তরগুলো নিম্নের গ্রাফিক সংগঠকের মাধ্যমে বোর্ডে লিখবেন।

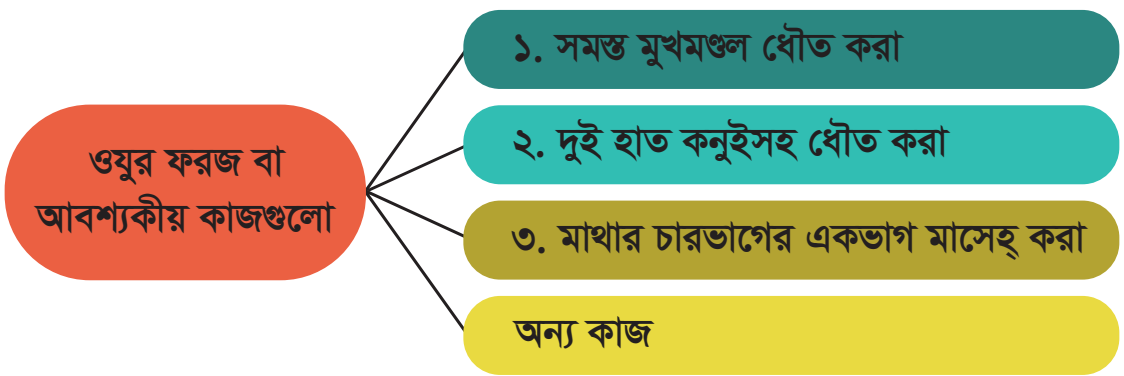

বিশেষ নির্দেশনা: যুক্তি নির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন, কোনো কিছু সংযোজন এবং যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করবেন।

শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনার পর শিক্ষক বিষয়বস্তুর ধারণা আরও সুস্পষ্ট করবেন।

শিক্ষক বোর্ডে লেখা উত্তরগুলো পড়ে শোনাবেন। তালিকায় নেই এমন আবশ্যকীয় কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক বলবেন, তাহলে আমরা জানতে পারলাম যে, ওযুর ফরজ বা আবশ্যকীয় কাজ ৪টি। যথা:–

১. সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা।
২. দুই হাত কনুইসহ ধৌত করা।
৩. মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ্ করা এবং
৪. দুই পা টাখনুসহ ধৌত করা।

এই কাজগুলোর করার মাধ্যমে আমরা ওযুর অনুশীলন করব।

দলগত কাজ

নিজেরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে ও বাড়ি-ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে– এমন কিছু কাজের তালিকা করবে।

সারসংক্ষেপ

ক্লাসের পরিসমাপ্তির পূর্বে শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতসহ আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে বলবেন–

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ। পবিত্রতা অর্জন ছাড়া কোনো ইবাদাত পালন করা যায় না। সালাত আদায় ও পবিত্র কুরআন পাঠের আগে পাক-পবিত্র হতে হয়। পাক-পবিত্র হওয়ার প্রধান উপায় হলো ওযু। আমরা ওযু করে পাক পবিত্র হবো। ওযুর ফরজ বা আবশ্যকীয় কাজ ৪টি। যথা: ১. সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা। ২. দুই হাত কনুইসহ ধৌত করা। ৩. মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ্ করা এবং ৪. দুই পা টাখনুসহ ধৌত করা।

সালাত আদায়ের পূর্বে যেমন ওযু করতে হয় তেমনি সালাতের মধ্যে কয়েকটি সূরা সঠিক উচ্চারণে পাঠ করতে হয়। তাই আমাদের সঠিক উচ্চারণে অর্থসহ সূরা আল ইখলাস জানতে হবে। পরবর্তী পাঠে আমরা সঠিক উচ্চারণে সূরা আল ইখলাস পাঠ করা শিখব। তোমরাও এ সূরা পড়ে আসার চেষ্টা করবে।

এরপর শিক্ষক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যায় শেষে বর্ণিত শিখন মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পাঠ- ৫
সূরা আল-ইখ্‌লাস

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

১.২.২ কয়েকটি সূরা সঠিক উচ্চারণে অর্থসহ বলতে পারবে।

বিষয়বস্তু

সূরা ইখলাস পবিত্র কুরআনের অন্যতম ছোট্ট সূরা। তবে এই সূরাকে পবিত্র কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান বলা হয়। 'ইখ্‌লাস' অর্থ-খাঁটি, নিখুঁত ও একনিষ্ঠতা। যেহেতু কোনো মুসলমান সূরাটির শিক্ষা অনুধাবন করে ইমান আনে এবং একত্ববাদের আলোকে নিজেকে উদ্ভাসিত করে, সে কারণে সূরাটির নাম সূরা ইখলাস রাখা হয়েছে।

শিরক থেকে মুক্ত হয়ে তাওহিদ বা এক আল্লাহর ওপর ঐকান্তিকভাবে বিশ্বাসী হওয়াকে ইখলাস বলা হয়। যে ব্যক্তি এ সূরাটি পাঠ করবে ও এর মর্মার্থের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে নিশ্চিত শিরক থেকে মুক্তি লাভ করে প্রকৃত তাওহিদবাদী হয়ে যাবে এবং আল্লাহর মুখলিস বান্দায় পরিণত হবে। এ সূরাটি মহান আল্লাহর একত্ববাদের সবচেয়ে সুন্দর বর্ণনা। এ সূরায় স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবিকে উদ্দেশ্য করে তাঁর একত্ব সম্পর্কে মানুষদের অবহিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এ সূরা অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ। সূরা আল ইখলাস তিলাওয়াত করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন এবং জান্নাত লাভ করা যায়। রাসুল (স.) বলেছেন, বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ 'সূরা আল-ইখ্‌লাস' তিনবার পাঠ করলে একবার কুরআন খতম করার সাওয়াব পাওয়া যায়। আমরা এ সূরা পাঠ করে সালাত আদায় করতে পারি। সেজন্য অর্থসহ সূরাটি শেখা আবশ্যক।

নিম্নের ছকে আরবি, বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ সূরাটি শিখব।

সূরা আল-ইখ্‌লাস

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

আয়াত নং	সূরা আল-ইখ্‌লাস	আরবি উচ্চারণ	বাংলা অর্থ
১.	قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾	কুল্ হুওয়াল্লাহু আহাদ	বলুন, তিনি আল্লাহ, এক
২.	ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿٢﴾	আল্লাহুস্ সামাদ	আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী
৩.	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾	লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ	তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি
৪.	وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾	ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ	এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই

সূরাটির ৪টি আয়াত রয়েছে। এ আয়াতগুলোর বাংলা উচ্চারণ হলো: ১. কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ্। ২. আল্লাহুস্ সামাদ্। ৩. লাম্ ইয়ালিদ্ ওয়ালাম ইউলাদ্ ৪. ওয়া লাম্ ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান্ আহাদ।

এ আয়াতগুলোর বাংলা অনুবাদ হলো: ১. বলুন, তিনি আল্লাহ, এক। ২. আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। ৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। ৪. এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করবেন:

- সালাত আদায়ের জন্য সূরা পড়তে হয় কি?
- তোমরা কি কোনো সূরা পড়েছ?
- পড়ে থাকলে ১টি সূরার নাম বলো?

৩. শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। তিন-চারজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে বোর্ডে লিখবেন।

(**লক্ষণীয়:** শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলে তাও গ্রহণ করবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যে কোনো একজন বা দু'জনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।)

৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন–

সালাত আদায়ের জন্য কয়েকটি সূরা শেখা প্রয়োজন। আজ আমরা সঠিক উচ্চারণ ও অর্থসহ সূরা আল-ইখ্লাস শিখব।

৬. শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন–

সূরা আল-ইখ্লাসের সঠিক উচ্চারণ ও অর্থ কী?

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক সম্ভব হলে সূরা আল-ইখলাস এর আরবি, বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ লেখা চার্ট/অডিও প্রদর্শন করবেন। অতঃপর পাঠের মূল প্রশ্নের আলোকে পাঠের বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় আলোচনা করবেন।

একক কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সূরা আল-ইখলাস কী ও এর অর্থ কী তা বলতে বলবেন।

উত্তর পাওয়ার জন্য শিক্ষক কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।

শিক্ষক বোর্ডে গ্রাফিক সংগঠক ব্যবহার করে উত্তরগুলো লিখবেন। (শিক্ষার্থী বলবে শিক্ষক উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন। ভুল হলে তাও লিখবেন। একজন শিক্ষার্থীর উত্তর সম্পর্কে অন্য শিক্ষার্থীর মতামত নিবেন। ভুল উত্তর দিলে অথবা উত্তর দিতে না পারলে প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

সুরা আল-ইখলাস এর আরবি, বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ

১. কুল্ হুওয়াল্লাহু আহাদ।
অর্থ: বলুন, তিনি আল্লাহ, এক

২. আল্লাহুস্ সামাদ।
অর্থ: আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী

৩. লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ
অর্থ: তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি

৪. ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ
অর্থ: এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই

বিশেষ নির্দেশনা: যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। কোনো কিছু সংযোজন এবং যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করবেন।

শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনার পর শিক্ষক বিষয়বস্তুর ধারণা আরও সুস্পষ্ট করবেন।

শিক্ষক বোর্ডে লেখা উত্তরগুলো পড়ে শোনাবেন। উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক বলবেন, তাহলে আমরা জানতে পারলাম যে, সূরা আল-ইখলাসের ৪টি আয়াত রয়েছে। সঠিক উচ্চারণে আমরা এ সূরার সবগুলো আয়াত শিখব এবং সেগুলো পড়ে মহান আল্লাহ যে এক সে সম্পর্কে জেনে তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা সুদৃঢ় করব।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে প্রতিটি দলে একজন দলনেতা নির্ধারণ করবেন। প্রত্যেক দলনেতাকে এক একটি লাইন উচ্চস্বরে পড়তে এবং অন্য সবাই দলনেতাকে অনুসরণ করে উচ্চস্বরে পড়তে বলবেন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সূরা ইখলাস সরবে বলবে। শিক্ষক প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

সারসংক্ষেপ

ক্লাসের পরিসমাপ্তির পূর্বে শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতসহ আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে বলবেন–

'সূরা আল-ইখলাস' পবিত্র কুরআনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ সূরা। এতে ৪টি আয়াত রয়েছে। আয়াতগুলোতে আল্লাহর একত্ববাদের শিক্ষা রয়েছে। এ আয়াতগুলোর বাংলা উচ্চারণ হলো: ১. কুল্ হুওয়াল্লাহু আহাদ্। ২. আল্লাহুস্ সামাদ্। ৩. লাম্ ইয়ালিদ্ ওয়ালাম ইউলাদ্ ৪. ওয়া লাম্ ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান্ আহাদ। সঠিক উচ্চারণে 'সূরা আল-ইখলাস' শেখার মাধ্যমে সালাত আদায় করা যায়।

'সূরা আল-ইখলাস' ব্যতীত আরেকটি সূরা হলো 'সূরা আল-আসর'। সালাত আদায়ের জন্য এ সূরাটিও শেখা প্রয়োজন। পরবর্তী পাঠে আমরা এ সূরাটি শিখতে চেষ্টা করব। এরপর শিক্ষক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যায় শেষে বর্ণিত শিখন মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পাঠ- ৬

সূরা আল-আসর

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

১.২.২ কয়েকটি সূরা সঠিক উচ্চারণে অর্থসহ বলতে পারবে।

বিষয়বস্তু

সূরা আল-আসর পবিত্র কুরআনের ছোট্ট একটি সূরা। 'আল-আসর' শব্দের অর্থ- সময়, যুগ, কাল। এ সূরায় মহান আল্লাহ যুগের শপথ করে মানুষের সফলতা ও ব্যর্থতার বিষয় বর্ণনা করেছেন। এজন্য এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে– সূরা আল-আসর। এ সূরার তাৎপর্য ব্যাপক। যেমন- ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, 'যদি মানুষ কেবল এ সূরাটি নিয়ে চিন্তা করত, তবে এটাই তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতার জন্য যথেষ্ট ছিল' (ইবনে কাছির)। অর্থাৎ এ সূরার অর্থ ও তাৎপর্য বুঝতে পারলে মানুষ দুনিয়া ও পরকালে কল্যাণের পথ লাভ করত। এ সূরাটি পাঠ করেও সালাত আদায় করা যায়। সেজন্য আমরা আরবি, বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ সূরাটি শিখব।

সূরা আল-আসর

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

আয়াত নং	সূরা আল-আসর	আরবি উচ্চারণ	বাংলা অনুবাদ
১.	وَٱلْعَصْرِ ﴿١﴾	ওয়াল্ আস্‌র	মহাকালের শপথ
২.	إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ﴿٢﴾	ইন্নাল্ ইন্‌সানা লাফী খুস্‌র	নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত
৩.	إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ﴿٣﴾	ইল্লাল্লাজিনা আ-মানু ওয়া আ'মিলুস্ সালিহাতি ওয়া তাওয়াসাও বিল্‌হাক্কি ওয়া তাওয়াসাও বিস্‌সাব্‌রি।	কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

সূরাটির ৩টি আয়াতের আরবি উচ্চারণ হচ্ছে- ১. ওয়াল্ আস্‌র। ২. ইন্নাল্ ইন্‌সানা লাফী খুস্‌র। ৩. ইল্লাল্লাজিনা আ-মানু ওয়া আ'মিলুস্ সালিহাতি ওয়া তাওয়াসাও বিল্‌হাক্কি ওয়া তাওয়াসাও বিস্‌সাব্‌রি।

সূরাটির ৩টি আয়াতের **অনুবাদ হচ্ছে:** ১. মহাকালের শপথ। ২. নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। ৩. কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করবেন:

- সালাত আদায়ের জন্য তোমরা কাউকে কোনো সূরা পড়তে দেখেছ?
- তোমরা কোন কোন সূরা বলতে মুখস্থ পারো?

৩. শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। তিন-চারজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে বোর্ডে লিখবেন।

(লক্ষণীয়: শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলে তাও গ্রহণ করবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যে কোনো একজন বা দু'জনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।)

৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন–

সালাত আদায়ের জন্য কয়েকটি সূরা শেখা প্রয়োজন। আজ আমরা সঠিক উচ্চারণ ও অর্থসহ 'সূরা আল-আসর' শিখব।

৬. শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন–

'সূরা আল-আসর' এর সঠিক উচ্চারণ ও অর্থ কী?

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক সম্ভব হলে 'সূরা আল-আসর' এর আরবি, বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ লেখা চার্ট/অডিও প্রদর্শন করবেন। শিক্ষক অডিও বাজিয়ে শিক্ষার্থীদের সূরা আল-আসর শোনাবেন। সম্ভব না হলে শিক্ষক নিজে শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করে শোনাবেন। শিক্ষকের সাথে সঠিক উচ্চারণে 'সূরা আল-আসর' বলবে। অতঃপর তিনি পাঠের মূল প্রশ্নের আলোকে পাঠের বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় আলোচনা করবেন।

দলগত অনুশীলন

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ২/১ জন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে সূরাটি পুরো শ্রেণিতে অনুশীলন করাবেন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা 'সূরা আল-আসর' সরবে বলবে। শিক্ষক প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

সূরা আল-আসর	সূরা আল-আসর এর বাংলা অর্থ
১. ওয়াল আসর	১. মহাকালের শপথ
২. ইন্নাল্ ইন্সানা লাফী খুস্র	২. নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত;
৩. ইল্লাল্লাজিনা আ-মানু ওয়া আ'মিলুস্ সালিহাতি ওয়া তাওয়াসাও বিল্হাক্কি ওয়া তাওয়াসাও বিস্সাব্রি।	৩. কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

সারসংক্ষেপ

ক্লাসের পরিসমাপ্তির পূর্বে শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতসহ আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন

করে বলবেন–

সূরা আল-আসর পবিত্র কুরআনের ছোট্ট একটি সূরা। এ সূরায় মহান আল্লাহ যুগের শপথ করে মানুষের সফলতা ও ব্যর্থতার বিষয় বর্ণনা করেছেন। এ সূরাটি পাঠ করেও সালাত আদায় করা যায়। সেজন্য আরবি, বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ সূরাটি শেখা আবশ্যক। সূরাটিতে ৩টি আয়াত রয়েছে। সেগুলোর আরবি উচ্চারণ হচ্ছে- ১. ওয়াল্ আস্‌র। ২. ইন্নাল্ ইন্‌সানা লাফী খুস্‌র। ৩. ইল্লাল্লাজিনা আ-মানু ওয়া আ'মিলুস্ সালিহাতি ওয়াতাওয়া সাওবিল্ হাক্কি ওয়াতাওয়া সাওবিস্ সাব্‌রি।

'সূরা আল-আসর' ব্যতীত আরেকটি আবশ্যকীয় দু'আ হলো 'দুরুদে ইব্‌রাহিম'। সালাত আদায়ের জন্য এ দু'আও শেখা প্রয়োজন। পরবর্তী পাঠে আমরা দু'আ শিখতে চেষ্টা করব। তোমরাও এ সম্পর্কে চিন্তা করে আসবে।

- এরপর শিক্ষক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যায় শেষে বর্ণিত শিখন মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পাঠ- ৭
দুরুদে ইব্‌রাহীম

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

১.২.৪ দুরুদে ইব্‌রাহীম সঠিক উচ্চারণে অর্থসহ বলতে পারবে।

বিষয়বস্তু

সালাতে শেষ বৈঠকে দুরুদ শরীফ পড়তে হয়। এই দুরুদের নাম দুরুদে ইব্‌রাহীম। হজরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন 'আবুল আম্বিয়া' বা নবিগণের পিতা। তাই এতে আমাদের প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মদ (স.) এবং তাঁর পরিবারবর্গের পাশাপাশি হজরত ইব্‌রাহীম (আ.) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতিও দুরুদ পড়া হয়। তাই এই দুরুদের নাম হয়েছে দুরুদে ইব্‌রাহীম।

আমরা সালাতে এই দুরুদ শরীফ পাঠ করে তাঁদের প্রতি আমাদের দু'আ ও ভালোবাসার প্রকাশ করি। দুরুদে ইব্‌রাহীম পাঠ করে সালাত আদায় করতে হয়। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁর প্রিয় বন্ধু নবি (স.)-এর ওপর দুরুদ পড়তে নির্দেশ করেছেন। দুরুদ শরীফ পাঠে অশেষ সাওয়াব, রহমত ও বরকত পাওয়া যায়। রাসুল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরুদ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন। (সহিহ্ মুসলিম)।

নিম্নের ছকে আমরা আরবি, বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ এই দুরুদটি শিখব।

দুরুদে ইবরাহীম	আরবি উচ্চারণ	বাংলায় অনুবাদ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝	আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লা আ-লি মুহাম্মাদিন্ কামা সাল্লাইতা আ'লা ইব্‌রাহীমা ওয়াআ'লা আ-লি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামিদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক্ আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়াআলা আ-লি মুহাম্মাদিন্ কামা বারাক্‌তা আ'লা ইব্‌রাহীমা ওয়া আ'লা আ-লি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামিদুম্ মাজীদ।	হে আল্লাহ! দয়া ও রহমত করো হজরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি যেমন তুমি রহমত নাযিল করেছ হজরত ইব্‌রাহীম (আ.) ও তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই তুমি অতি উত্তম গুণের আধার এবং মহান। হে আল্লাহ! বরকত নাযিল করো হজরত মুহাম্মদ (স.) এবং তাঁর বংশধরদের উপর যেমন তুমি হজরত ইব্‌রাহীম (আ.) এবং তাঁর বংশধরদের উপরে করেছ। নিশ্চয়ই তুমি অতীব সৎগুণ বিশিষ্ট ও মহান।

দুরুদে ইব্‌রাহীম পাঠের সুবিধার্থে একে দু'টো অংশে ভাগ করা যায়:

প্রথম অংশ: আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লা আ-লি মুহাম্মাদিন্ কামা সাল্লাইতা আ'লা ইব্‌রাহীমা ওয়া আ'লা আ-লি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামিদুম্ মাজীদ।

অর্থ: হে আল্লাহ! দয়া ও রহমত করো হজরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি যেমন তুমি রহমত নাযিল করেছ হজরত ইব্‌রাহীম (আ.) ও তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই তুমি অতি উত্তম গুণের আধার এবং মহান।

দ্বিতীয় অংশ: আল্লাহুম্মা বারিক্ আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদিন্ কামা বারাক্‌তা আ'লা ইব্‌রাহীমা ওয়া আ'লা আ-লি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামিদুম্ মাজীদ।

অর্থ: হে আল্লাহ! বরকত নাযিল করো হজরত মুহাম্মদ (স.) এবং তাঁর বংশধরদের উপর যেমন তুমি হজরত ইব্‌রাহীম (আ.) এবং তাঁর বংশধরদের উপরে করেছ। নিশ্চয়ই তুমি অতীব সৎগুণ বিশিষ্ট ও মহান।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করবেন:

- সালাত আদায়ের জন্য কাউকে কোনো দুরুদ পড়তে দেখেছ?
- তোমরা কী কোনো দুরুদ পড়েছ?
- পড়ে থাকলে ১টি দরুদের নাম বলো?

৩. শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। তিন-চারজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে বোর্ডে লিখবেন।

(**লক্ষণীয়:** শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলে তাও গ্রহণ করবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যে কোনো একজন বা দু'জনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।)

৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন–

সালাত আদায়ের জন্য কয়েকটি দুরুদ শেখা প্রয়োজন। আজ আমরা সঠিক উচ্চারণ ও অর্থসহ দুরুদে ইব্‌রাহীম শিখব।

৬. শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন–

দুরুদে ইব্‌রাহীম এর সঠিক উচ্চারণ ও অর্থ কী?

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক সম্ভব হলে দুরুদে ইব্‌রাহীম এর আরবি, বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ লেখা চার্ট/অডিও প্রদর্শন করবেন। অতঃপর তিনি পাঠের মূল প্রশ্নের আলোকে পাঠের বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় আলোচনা করবেন।

একক কাজ

কয়েকবার দুরুদে ইব্‌রাহীম সকলকে নিয়ে অনুশীলন করাবেন। এরপর একজন একজন করে শিক্ষার্থীরা দুরুদে ইব্‌রাহীম পাঠ অনুশীলন করবে। শুদ্ধ উচ্চারণে দুরুদে ইব্‌রাহীম বলতে পারছে কি না, শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন।

দুরুদে ইব্রাহীম	দুরুদে ইব্রাহীম এর বাংলা অর্থ
আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লা আ-লি মুহাম্মাদিন্ কামা সাল্লাইতা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়াআ'লা আ-লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামিদুম্ মাজীদ।	হে আল্লাহ! দয়া ও রহমত কর হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি যেমন তুমি রহমত নাযিল করেছ হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই তুমি অতি উত্তম গুণের আধার এবং মহান।
আল্লাহুম্মা বারিক্ আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়াআলা আ-লি মুহাম্মাদিন্ কামা বারাক্তা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়াআলা আ-লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামিদুম্ মাজীদ।	হে আল্লাহ! বরকত নাযিল কর হযরত মুহাম্মদ (স.) এবং তাঁর বংশধরদের উপর যেমন তুমি হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং তাঁর বংশধরদের উপরে করেছ। নিশ্চয়ই তুমি অতীব সৎগুণ বিশিষ্ট ও মহান।

সারসংক্ষেপ

ক্লাসের পরিসমাপ্তির পূর্বে শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতসহ আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে বলবেন–

সালাতে শেষ বৈঠকে দুরুদ শরীফ পড়তে হয়। এটাকে দুরুদে ইব্রাহীম বলা হয়। এ দুরুদ শরীফ পাঠ করে রাসুল (স.), তাঁর পরিবারবর্গ, হজরত ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি দু'আ ও ভালোবাসা প্রকাশ করা হয়। সালাত আদায়ের জন্য এই দু'আ পড়া আবশ্যক। তাই সঠিক উচ্চারণে 'দুরুদে ইব্রাহীম' শিখে সেগুলো পড়ে সালাত আদায় করতে হয়।

দুরুদে ইব্রাহীম ব্যতীত আরেকটি দু'আ সালাতে পাঠ করতে হয়। সেটি হলো দু'আ মাসূরা। পরবর্তী পাঠে আমরা সঠিক উচ্চারণে দু'আ মাসূরা অর্থসহ পাঠ করা শিখব। তোমরাও এ দু'আ সম্পর্কে জেনে আসার চেষ্টা করবে।

- এরপর শিক্ষক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যায় শেষে বর্ণিত শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পাঠ- ৮
দু'আ মাসূরা

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

১.৭ দু'আ মাসূরা সঠিক উচ্চারণে অর্থসহ বলতে পারবে।

বিষয়বস্তু

সালাতে সূরা, তাসবিহ্-তাহ্লিল, তাশাহুদ, দুরুদসহ অনেক দু'আ পড়তে হয়। সালাতের শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বেও রয়েছে দু'আ; যা পড়া সুন্নাত। এ ব্যাপারে মহানবি (স.) অনেকগুলো দু'আ পাঠ করার দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। যার মধ্যে একটি দু'আ মাসূরা।

হজরত আবু বকর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাসুল (স.)-কে বললাম, আমাকে একটি দু'আ শিক্ষা দিন, যা আমি আমার সালাতের মধ্যে পাঠ করব। তখন রাসুল (স.) দু'আ মাসূরা পাঠ করতে বলেন।

সালাতে দুরুদে ইব্রাহীম এর পর দু'আ মাসূরা পড়তে হয়। মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) সালাতে দু'আ মাসূরা পাঠ করতেন। সেজন্য আরবি, বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ দু'আ মাসূরা শেখা আবশ্যক। এই দু'আ পাঠের মাধ্যমে মুসুল্লীগণ নিজেদের ভুল-ত্রুটির জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে তাঁর রহমত, দয়া ও অনুকম্পা প্রার্থনা করেন।

নিম্নের ছকে আমরা আরবি, বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ এই দু'আ শিখব।

দু'আ মাসূরা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দু'আ মাসূরা	আরবি উচ্চারণ	বাংলা অনুবাদ
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِیْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِیْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ	আল্লাহুম্মা ইন্নি যালাম্তু নাফ্সী যুল্মান্ কাসীরাও ওয়ালা ইয়াগ্ফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আন্তা। ফাগ্ফির্লী মাগ্ফিরাতাম্ মিন্ ইন্দিকা ওয়ার্হাম্নী ইন্নাকা আন্তাল্ গাফুরুর্ রাহীম।	হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অধিক পরিমাণে যুলুম করেছি। তুমি ছাড়া আমার অপরাধ ক্ষমা করার ক্ষমতা কারো নেই। অতএব আমি আমার অপরাধসমূহের জন্য তোমার নিকটই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমার উপর রহমত বর্ষণ করো, আমার উপর অনুগ্রহ করো। নিশ্চয়ই তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

পাঠের সুবিধার্থে দু'আ মাসূরাকে দু'টি অংশে ভাগ করা হলো:

প্রথম অংশ: আল্লাহুম্মা ইন্নি যালাম্তু নাফ্সী যুল্মান্ কাসীরাও ওয়ালা ইয়াগ্ফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আন্তা।
অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অধিক পরিমাণে যুলুম করেছি। তুমি ছাড়া আমার অপরাধ ক্ষমা করার ক্ষমতা কারো নেই।

দ্বিতীয় অংশ: ফাগ্ফির্লী মাগ্ফিরাতাম্ মিন্ ইন্দিকা ওয়ার্হাম্নী ইন্নাকা আন্তাল্ গাফুরুর্ রাহীম।
অর্থ: অতএব আমি আমার অপরাধসমূহের জন্য তোমার নিকটই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমার উপর রহমত বর্ষণ করো, আমার উপর অনুগ্রহ করো। নিশ্চয়ই তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।
২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করবেন:

- সালাত আদায়ের জন্য কোনো দু'আ পড়তে হয় কি?
- তোমরা কি কোনো দু'আ পড়েছ?
- পড়ে থাকলে ১টি দু'আর নাম বলো?

৩. শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। তিন-চারজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।
৪. শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে বোর্ডে লিখবেন।
(**লক্ষণীয়:** শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলে তাও গ্রহণ করবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যে কোনো একজন বা দু'জনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।)
৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন–
সালাত আদায়ের জন্য দু'আ মাসূরা শেখা প্রয়োজন। আজ আমরা সঠিক উচ্চারণ ও অর্থসহ দু'আ মাসূরা শিখব।
৬. শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন–
দু'আ মাসূরা এর সঠিক উচ্চারণ ও অর্থ কী?

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক সম্ভব হলে দু'আ মাসূরা এর আরবি, বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ লেখা চার্ট/অডিও প্রদর্শন করে পাঠের মূল প্রশ্নের আলোকে পাঠের বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় আলোচনা করবেন।

একক কাজ

শিক্ষক কয়েকবার দু'আ মাসূরা সকলকে নিয়ে অনুশীলন করাবেন। এরপর একজন একজন করে শিক্ষার্থীরা দু'আ মাসূরা পাঠ অনুশীলন করবে। শুদ্ধ উচ্চারণে দু'আ মাসূরা বলতে পারছে কি না শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন।

দলগত অনুশীলন

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ২/১ জন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে দু'আ মাসূরা পুরো শ্রেণিতে অনুশীলন করাবেন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দু'আ মাসূরা সরবে বলবে। শিক্ষক প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

দু'আ মাসূর	দু'আ মাসূরা এর বাংলা অর্থ
আল্লাহুম্মা ইন্নি যালাম্‌তু নাফ্‌সী যুল্‌মান্ কাসীরাও ওয়ালা ইয়াগ্‌ফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আন্‌তা	হে আল্লাহ্! আমি আমার নিজের উপর অধিক পরিমাণে যুলুম করেছি। তুমি ছাড়া আমার অপরাধ ক্ষমা করার ক্ষমতা কারো নেই
ফাগ্‌ফির্‌লী মাগ্‌ফিরাতাম্ মিন্ ইন্‌দিকা ওয়ার্‌হাম্‌নী ইন্নাকা আন্‌তাল্ গাফুরুর্ রাহীম	অতএব আমি আমার অপরাধসমূহের জন্য তোমার নিকটই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমার উপর রহমত বর্ষণ কর, আমার উপর অনুগ্রহ কর। নিশ্চয়ই তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াময়

সারসংক্ষেপ

ক্লাসের পরিসমাপ্তির পূর্বে শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতসহ আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে বলবেন–

সালাতে শেষ বৈঠকে দুরূদে ইবরাহীম পাঠ করার পর দু'আ মাসূরা পড়তে হয়। মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) সালাতে দু'আ মাসূরা পাঠ করতেন। এই দু'আ পাঠের মাধ্যমে মুসুল্লিগণ নিজেদের ভুল-ত্রুটির জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে তাঁর রহমত, দয়া ও অনুকম্পা প্রার্থনা করেন। সেজন্য আরবি, বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ দু'আ মাসূরা শেখা আবশ্যক।

নবি-রাসুলগণ মহান আল্লাহর মনোনীত মহাপুরুষ। তাঁরা আমাদের জন্য আদর্শস্বরূপ। তাই তাঁদের জীবনাদর্শ আমাদের অনুসরণ করতে হবে। পরবর্তী পাঠে আমরা তাঁদের পরিচয় জানব। তোমরাও এ সম্পর্কে জেনে আসার চেষ্টা করবে।

এরপর শিক্ষক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যায় শেষে বর্ণিত শিখন মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

শিখন মূল্যায়ন ছক

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
		ভালো	খুব ভালো	উত্তম	
১.১ সৃষ্টিকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে জেনে ইমান/ বিশ্বাস সুদৃঢ় করতে পারা।	**08.02.01.01** শিক্ষার্থী সৃষ্টিজগতের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কিত ধারণা ও ইমান প্রকাশ করতে পারছে।	শিক্ষার্থী নিজ শিখন পরিবেশে সৃষ্টিজগতের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কিত ধারণা ও ইমান প্রকাশ করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী নিজ পারিপার্শ্বিক পরিবেশে সৃষ্টিজগতের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কিত ধারণা ও ইমান প্রকাশ করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী যে কোন পরিবেশে সৃষ্টিজগতের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কিত ধারণা ও ইমান প্রকাশ করতে পেরেছে।	প্রথম অধ্যায়ের পাঠ-১, পাঠ-২ ও পাঠ-৩ এর কাজগুলো
		যে বিষয় বিবেচনা করে পারদর্শিতার মাত্রা নিরূপন করা যেতে পারে			
		শিক্ষার্থী সৃষ্টিজগতের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের তালিকা তৈরি ও আলহামদুলিল্লাহ ও কালিমা শাহাদাত পাঠ করে উপস্থাপন করেছে।	শিক্ষার্থী সৃষ্টিজগতের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের তালিকা তৈরি ও আলহামদুলিল্লাহ ও কালিমা শাহাদাত সঠিকভাবে পাঠ করে উপস্থাপন করেছে।	শিক্ষার্থী সৃষ্টিজগতের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের তালিকা তৈরি ও সঠিক উচ্চারণে, অর্থ বুঝে আলহামদুলিল্লাহ ও কালিমা শাহাদাত পাঠ করে উপস্থাপন করেছে।	

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
		ভালো	খুব ভালো	উত্তম	
১.২ মহান আল্লাহকে ভালোবেসে ইবাদাত অনুশীলন করতে পারা।	**08.02.01.02** শিক্ষার্থী ইবাদতের পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণপূর্বক সম্ভবপর ইবাদাত যথাযথ ভাবে অনুশীলন করছে।	শিক্ষার্থী শিক্ষকের নির্দেশনায় নিজ শিখন পরিবেশে ইবাদাত অনুশীলন করেছে।	শিক্ষার্থী শিক্ষকের নির্দেশনা ছাড়া নিজ শিখন পরিবেশে ইবাদাত অনুশীলন করেছে।	শিক্ষার্থী সকল প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণপূর্বক ব্যক্তি জীবনে ইবাদাত অনুশীলন করেছে।	প্রথম অধ্যায়ের পাঠ-৪, পাঠ-৫ পাঠ-৬, পাঠ-৭ ও পাঠ-৮ এর কাজগুলো
		যে বিষয় বিবেচনা করে পারদর্শিতার মাত্রা নিরূপন করা যেতে পারে			
		শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে পবিত্রতা অর্জন করে সুরা আল-ইখলাস, সুরা আল-আসর, দুরুদে ইব্রাহীম ও দু'আ মাসূরা পাঠের মাধ্যমে ইবাদাত অনুশীলন করেছে।	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে পবিত্রতা অর্জন করে সুরা আল-ইখলাস, সুরা আল-আসর, দুরুদে ইব্রাহীম ও দু'আ মাসূরা সঠিতভাবে পাঠের মাধ্যমে ইবাদাত অনুশীলন করেছে।	শিক্ষার্থী যেকোনো পরিবেশে পবিত্রতা অর্জন করে সুরা আল-ইখলাস, সুরা আল-আসর, দুরুদে ইব্রাহীম ও দু'আ মাসূরা সঠিতভাবে পাঠের মাধ্যমে ইবাদাত অনুশীলন করেছে।	

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবি-রাসুলগণের জীবনচরিত অনুসরণ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ নবি ও রাসুলের পরিচয় জেনে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারা।

১.২ হজরত মুহাম্মদ (স) এর আদর্শ নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা।

১.৩ হজরত মুহাম্মদ (স) এর সাহাবিগণের পরিচয় জেনে তাদের জীবনাচরণ অনুসরণ করা।

পাঠ বিভাজন: ৬

পাঠ- ১

নবি ও রাসুলের পরিচয়

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

১.১.১ নবি ও রাসুলের পার্থক্য করতে পারবে।

বিষয়বস্তু

মানুষকে সুপথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে অগণিত নবি ও রাসুল প্রেরণ করেছেন। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতির নিকট নবি-রাসুলগণের আগমন হয়েছে। যেমন: হজরত আদম (আ.), হজরত নূহ (আ.), হজরত ইব্রাহীম (আ.), হজরত ইউসুফ (আ.), হজরত মুসা (আ.), হজরত সুলায়মান (আ.), হজরত ঈসা (আ.) ও হজরত মুহাম্মদ (স.)। এ সকল নবি ও রাসুলগণের মধ্যে সবাই নবি হলেও সবাই কিন্তু রাসুল ছিলেন না। যে সকল নবি সরাসরি আসমানী কিতাব লাভ করেছেন কেবল তাদেরকেই রাসুল বলা হয়। পক্ষান্তরে নবিগণের নিকট কোনো আসমানি কিতাব নাযিল হয়নি; তাই তারা রাসুল নন। এছাড়াও নবি ও রাসুলের মধ্যে আরও কিছু পার্থক্য রয়েছে। নিম্নের ছকে সেগুলো উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক নং	নবি	রাসুল
১.	যার উপর আসমানি কিতাব নাজিল হয়নি।	যার উপর আসমানি কিতাব নাজিল হয়েছে।
২.	সকল নবি রাসুল ছিলেন না	সকল রাসুল নবি ছিলেন
৩.	নবি পূর্বের রাসুলের কিতাব অনুসরণ করতেন	রাসুল নিজের উপর অবতীর্ণ কিতাব অনুসরণ করতেন
৪.	নবি শুধু তার সমগোত্রের লোকদের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন	রাসুল পুরো জাতির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করবেন:

- তোমরা কি কুরআন তিলাওয়াত করেছ/শুনেছ?
- কুরআন কার বাণী?
- কে আমাদের কাছে কুরআন প্রচার করেছেন?

৩. উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।
৪. শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে বোর্ডে লিখবেন।
(**লক্ষণীয়:** শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলে তাও গ্রহণ করবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যে কোনো একজন বা দু'জনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।)
৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:
যাঁরা মানব জাতির কাছে আল্লাহর বাণী প্রচার করেছেন তাঁরা নবি ও রাসুল। তাঁদের সবাই নবি তবে সবাই রাসুল নন। কে নবি এবং কে রাসুল, তাঁদের মধ্যে কী পার্থক্য আজকের পাঠে আমরা সে সম্পর্কে জানব।'
৬. এরপর শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন লিখবেন:
"কে নবি এবং কে রাসুল, নবি ও রাসুলের মধ্যে পার্থক্য কী?"

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক সম্ভব হলে নবি-রাসুলের পরিচয় ও পার্থক্য লেখা পোস্টার প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের মূল প্রশ্নের আলোকে পাঠের বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলবেন।

একক কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে নবি ও রাসুলের পার্থক্যগুলো বলতে বলবেন।

উত্তর পাওয়ার জন্য শিক্ষক কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।
শিক্ষক বোর্ডে গ্রাফিক সংগঠক ব্যবহার করে উত্তরগুলোর তালিকা তৈরি করবেন। (শিক্ষার্থী বলবে শিক্ষক উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন। ভুল হলে তাও লিখবেন। একজন শিক্ষার্থীর উত্তর সম্পর্কে অন্য শিক্ষার্থীর মতামত নিবেন। ভুল উত্তর দিলে অথবা উত্তর দিতে না পারলে প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

বিশেষ নির্দেশনা: যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন, কোনো কিছু সংযোজন এবং যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করবেন।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে নবি এবং রাসুলের মধ্যকার পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করবে এবং কয়েকজন নবি ও কয়েকজন রাসুলের নাম আলাদাভাবে লিখে তালিকা করবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

সারসংক্ষেপ

ক্লাস পরিসমাপ্তির পূর্বে শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতসহ আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে বলবেন–

মানুষকে সুপথ দেখানোর জন্য মহান আল্লাহ পৃথিবীতে নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। এদের মধ্যে সবাই রাসুল ছিলেন না। যাঁদের নিকট আসমানি কিতাব নাজিল হয়েছে তাঁরা হলেন রাসুল, আর যাঁদের নিকট আসমানি কিতাব নাজিল হয়নি, তাঁরা হলেন নবি। নবি ও রাসুলগণ আমাদের কাছে মহান আল্লাহ বাণী পৌঁছে দিয়ে আমাদেরকে সুপথে চলার সুযোগ করে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁদেরকে আমাদের ভালোবাসতে হবে ও শ্রদ্ধা করতে হবে।

আমরা কীভাবে তাঁদের ভালোবাসতে পারি ও কীভাবে শ্রদ্ধা করতে পারি তা পরবর্তী পাঠে জানব। তোমরাও এ বিষয়ে চিন্তা করে আসবে।

এরপর শিক্ষক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যায় শেষে বর্ণিত শিখন মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পাঠ-২
নবি ও রাসুলগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

১.১.২ নবি ও রাসুলগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারবে।

বিষয়বস্তু

আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে অসংখ্য নবি ও রাসুল পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তাঁরা মহান আল্লাহর বাণী মানুষের নিকট প্রচার করেছেন। তাঁদের উপরও আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে ও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাঁদের অনুসরণ করতে হবে। পবিত্র কুরআনে অনেক নবি-রাসুলের উল্লেখ রয়েছে। এদের মধ্যে সম্মানিত দু'জন রাসুল হলেন হজরত ইব্‌রাহিম (আ.) ও হজরত মুসা (আ.)। আজ আমরা তাঁদের জীবনচরিত সম্পর্কে জেনে তা অনুসরণ করতে সচেষ্ট হব।

হজরত ইব্‌রাহিম (আ.)

হজরত ইব্‌রাহিম (আ.) নমরূদ নামক এক প্রভাবশালী বাদশাহ্‌র আমলে বাবেল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ দেশে তখন মূর্তিপূজার প্রভাব বেশি ছিল। হজরত ইব্‌রাহিম (আ.) বাল্যকাল থেকেই মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাই নমরূদের সাথে বিরোধ সৃষ্টি হলে নমরূদ হজরত ইবরাহিম (আ.) কে মেরে ফেলার জন্য অগ্নিকুণ্ড তৈরি করল এবং তাতে নিক্ষেপ করল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

অর্থ-'আমি বললাম, হে আগুন। তুমি ইব্‌রাহিমের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও।' (সূরা আম্বিয়া: ৬৯) আল্লাহর আদেশে আগুন ঠাণ্ডা হয়ে গেল এবং হজরত ইব্‌রাহিম (আ.) অগ্নিদগ্ধ হওয়া থেকে রেহাই পেলেন। অতঃপর তিনি স্বদেশ ত্যাগ করে সিরিয়ায় ও ফিলিস্তিনে গিয়ে আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার করতে থাকেন। তাঁর দুই পুত্র হজরত ইসমাঈল (আ.) এবং হজরত ইসহাক (আ.)ও নবি ছিলেন। একদা হজরত ইব্‌রাহিম (আ.) আল্লাহর আদেশে শিশু ইসমাঈল (আ.) এবং মা হাযিরা (আ.)-কে এক জনমানবহীন মরুময় স্থানে রেখে আসলেন। সে স্থানে ঐতিহাসিক যমযম কুয়ার উৎপত্তি হয় এবং মক্কা নগরী গড়ে ওঠে। মহান আল্লাহর আদেশে হজরত ইব্‌রাহিম (আ.) তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ.)কে কুরবানি দেওয়ার জন্য উদ্যত হলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে হজরত ইসমাঈল (আ.)-এর পরিবর্তে একটি দুম্বা কুরবানি কবুল করেন এবং কুরবানির বিধান কিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখলেন।

হজরত ইব্‌রাহিম (আ.) মহান আল্লাহর আদেশে তাঁর পরবর্তী বংশধরদের জন্য একটি পবিত্র মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদ নির্মাণে তাঁর পুত্র হজরত ইসমাঈল (আ) তাঁর সাথে শরিক ছিলেন। এই মসজিদই হলো মক্কার বায়তুল্লাহ্ শরীফ। হজরত ইব্‌রাহিম (আ.) ছিলেন আল্লাহর খুব প্রিয় নবি। তাই তাঁকে খলিলুল্লাহ্ বলা হয়। তাঁর বংশেই আমাদের প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মদ (স.) জন্মগ্রহণ করেন।

চিত্র: কুরবানির পশু

হজরত ইব্‌রাহিম (আ.) এর ঘটনা থেকে আমরা শিখতে পারলাম যে, তিনি মহান আল্লাহর আদেশে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় পুত্রকে কুরবানি করতে প্রস্তুত ছিলেন। এতে মহান আল্লাহর আদেশ প্রতিপালনের জন্য তাঁর সর্বোচ্চ ত্যাগ ও তিতীক্ষার আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে সত্য ও ন্যায়ের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে সচেষ্ট হবো।

হজরত মুসা (আ.)

হজরত মুসা (আ.) ছিলেন বিখ্যাত নবি। তিনি আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১০৪০ অব্দে মিশরে বনি ইসরাইল বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ইমরান। মাতার নাম ইউখাবেজ। প্রাচীনকালে মিশরের বাদশাহ্‌কে ফিরআউন বলা হতো। তৎকালীন ফিরআউন একজন অত্যাচারী বাদশাহ্ ছিল। তার রাজ্যে পুত্র সন্তান জন্মালে তাকে হত্যা করা হতো, অথচ মহান আল্লাহর রহমতে হজরত মুসা (আ.) তারই গৃহে লালিত-পালিত হন। একদা হজরত মুসা (আ) বনি ইসরাঈল বংশের একজন লোককে বাঁচাতে গিয়ে মিশরীয় একজন কিবতিকে আঘাত করেন, এতে লোকটি মারা যায়। এই ঘটনায় তিনি মিশর ত্যাগ করে মাদায়েন গমন করেন।

কয়েক বছর পর হজরত মুহাম্মদ (স.) পুনরায় মিশরে ফিরে এলেন এবং মহান আল্লাহর নির্দেশে তাঁর ভাই হজরত হারুন (আ.) কে সঙ্গে নিয়ে ফিরআউনের কাছে মহান আল্লাহ প্রদত্ত অনেক মুজিযা উপস্থাপন করলেন এবং আল্লাহ তা'আলার উপর ইমান আনতে বললেন। কিন্তু ফিরআউন তাঁর উপদেশ শোনা তো দূরের কথা, তাঁকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হলো। হজরত মুসা (আ.) বনি ইসরাঈলদের নিয়ে আল্লাহ তা'আলার আদেশে কিনআনের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করেন। কিন্তু পথিমধ্যে সমুদ্র পড়লে তিনি ও তাঁর কাফেলা বাধাপ্রাপ্ত হন। তখন মহান আল্লাহর আদেশে

হজরত মুসা (আ.) হাতের লাঠি দিয়ে সমুদ্রের উপর আঘাত করাতে পানি দু'দিক ভাগ হয়ে গিয়ে মাঝখান দিয়ে সোজা রাস্তা বের হয়ে গেল। হজরত মুসা (আ.) তাঁর দলবল নিয়ে সমুদ্র অতিক্রম করে রেহাই পেলেন। কিন্তু ফিরআউন সৈন্য সামন্ত নিয়ে তাঁর পশ্চাৎগমন করতে গিয়ে মহান আল্লাহর গযবে সদলবলে সমুদ্রে ডুবে প্রাণ হারাল।

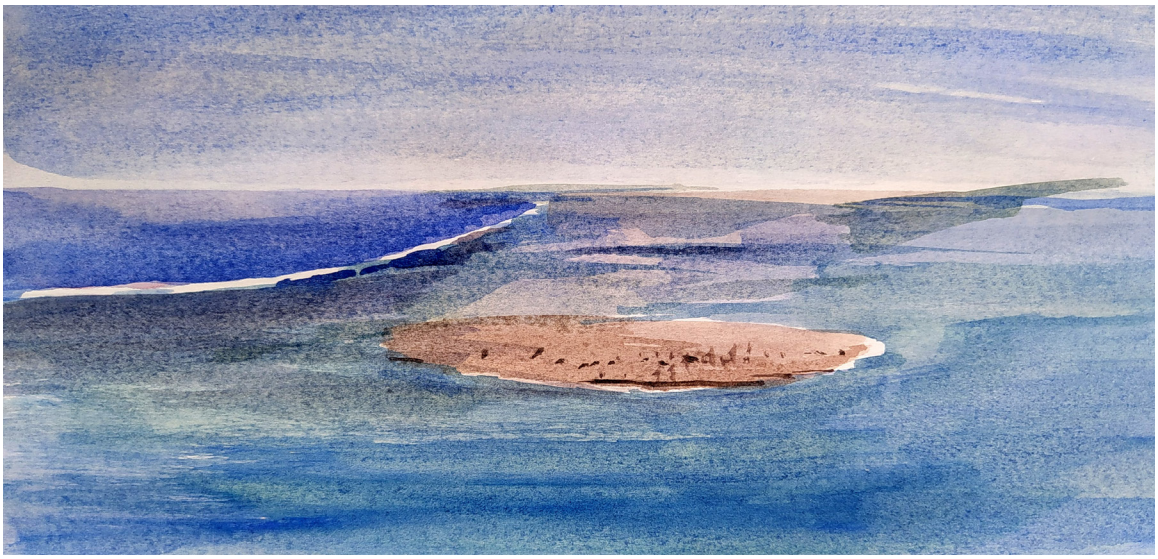

চিত্র: হজরত মুসা (আ.) এর স্মৃতিবিজড়িত নীল নদ

হজরত মুসা (আ.) তুর পাহাড় গমন করে মহান আল্লাহর সাথে কথাবার্তা বলতেন। আল্লাহ তা'আলা হজরত মুসা (আ.) কে 'তাওরাত' কিতাব দান করেন। ঐ সময়ে বনি ইসরাঈল বাছুর পূজায় লিপ্ত হয়ে কুফরি আরম্ভ করেছিল। তখন হজরত মুসা (আ.) তাদেরকে বললেন যে, 'আমি তোমাদের জন্য আসমানি কিতাব 'তাওরাত' নিয়ে এসেছি। তোমরা এই কিতাবকে মান্য করো।' যারা মান্য করলেন, তারা ইমানদার হলেন। আর যারা মান্য না করে বাছুর পূজায় লিপ্ত থাকল, তারা মহান আল্লাহর শাস্তিতে পতিত হলো।

চিত্র: ঐতিহাসিক তুর পাহাড়

হজরত মুসা (আ.) ১২০ বছর বয়সে সিনাই উপত্যকায় ইন্তিকাল করেন। তাঁকে তুর পাহাড়ের পাদদেশে সমাহিত করা হয়।

হজরত মুসা (আ.) এর জীবনচরিত থেকে আমরা জানলাম যে, অত্যাচারী শাসকের সামনে জীবনের মায়া ত্যাগ করে তিনি ন্যায় ও সত্যের বাণী প্রচার করেছেন। তাঁর এই আদর্শ আমরা অনুসরণ করব। তাঁর মতো নির্ভীক হয়ে সত্যের পথে মানুষকে ডাকব এবং সর্বদা সৎ ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকব। তাঁর এই আদর্শ অনুসরণের মধ্যেই জীবনের সাফল্য নিহিত।

আমরা সকল নবি রাসুলকে বিশ্বাস করি। তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করি। এই পৃথিবীর প্রথম মানুষ হজরত আদম (আ.)। তিনি হলেন প্রথম নবি। আর সর্বশেষ নবি ও রাসুল হলেন হজরত মুহাম্মদ (স.)। আমাদের মহানবির নাম মুখে নিলে বলতে হয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করবেন:

- আমাদের নবির নাম কী?
- আমাদের নবি ব্যতীত আর কোনো নবির নাম জানো?
- জানলে একজন নবির নাম বলো?

৩. উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে বোর্ডে লিখবেন।

(**লক্ষণীয়:** শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলে তাও গ্রহণ করবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যে কোনো একজন বা দু'জনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।)

৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:

আমাদের নবি ছাড়াও আরো নবি আছেন। যেমন দুইজন নবি হলেন হজরত ইব্‌রাহিম (আ.) ও হজরত মুসা (আ.)। আজ আমরা তাঁদের জীবনচরিত, তাঁদের আদর্শ ও কীভাবে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া যায় সে সম্পর্কে জানব।

৬. এরপর শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন লিখবেন:

হজরত ইব্‌রাহিম (আ.) ও হজরত মুসা (আ.) এর জীবনচরিত ও আদর্শ অধ্যয়নের মাধ্যমে কীভাবে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া যায়?

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক সম্ভব হলে শিক্ষার্থীদের সামনে নবি ও রাসুলগণের কয়েকটি আদর্শ সম্পর্কিত ছবি/ভিডিও প্রর্দশন করবেন। অতঃপর তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের মূল প্রশ্নের আলোকে পাঠের বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলবেন।

একক কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে নবি-রাসুলগণের কয়েকটি আদর্শ এবং কীভাবে তাঁদের নাম শ্রদ্ধার সাথে সম্বোধন করতে হয় সে সম্পর্কে বলতে বলবেন।

উত্তর পাওয়ার জন্য শিক্ষক কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন। শিক্ষার্থী বলবে শিক্ষক উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন। ভুল হলে তাও লিখবেন। একজন শিক্ষার্থীর উত্তর সম্পর্কে অন্য শিক্ষার্থীর মতামত নিবেন। ভুল উত্তর দিলে অথবা উত্তর দিতে না পারলে প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

শিক্ষক প্রশ্ন করবেন– নবি ও রাসুলগণের জীবনচরিত ও তাঁদের নাম শ্রদ্ধার সাথে সম্বোধনের অনুশীলন করা সম্পর্কিত ছবি/ভিডিও পর্যবেক্ষণ করে কী কী দেখেছ তা মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতিতে বোর্ডে প্রদর্শন করবেন।

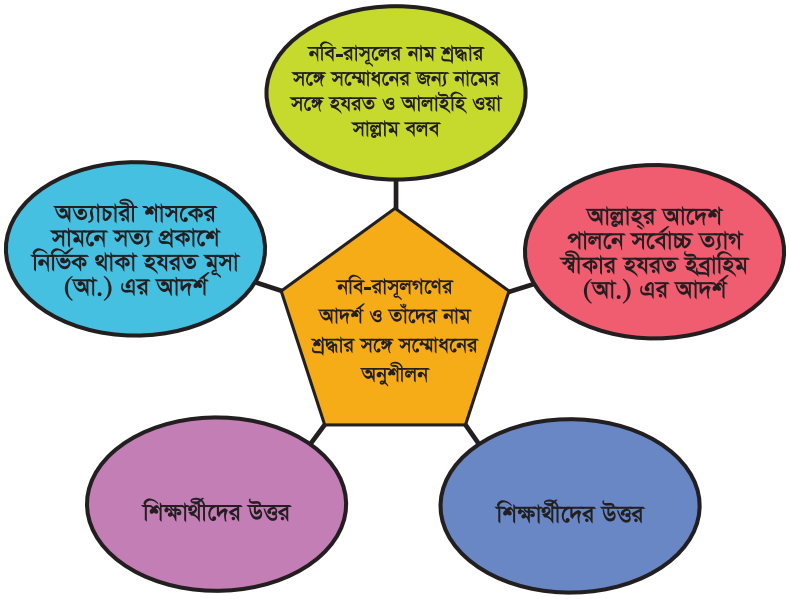

বিশেষ নির্দেশনা: যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন, কোনো কিছু সংযোজন এবং যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করবেন।

শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনার পর শিক্ষক বিষয়বস্তুর ধারণা আরও সুস্পষ্ট করবেন।

শিক্ষক বোর্ডে লেখা উত্তরগুলো পড়ে শোনাবেন। উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক বলবেন, তাহলে আমরা বিভিন্ন উত্তরের মাধ্যমে নবি ও রাসুলগণের আদর্শ ও তাঁদের নাম শ্রদ্ধার সাথে সম্বোধনের অনুশীলন সম্পর্কে জানলাম। এসব আদর্শ আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনুসরণ করব।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে হজরত ইব্‌রাহিম (আ.) ও হজরত মুসা (আ.) এর জীবনচরিত থেকে গল্প ও আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করবে। হজরত ইব্‌রাহিম (আ.) ও হজরত মুসা (আ.) এর জীবনচরিত থেকে ১টি করে গল্প ও ১টি আদর্শ সম্পর্কে বলতে বলবেন। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

সারসংক্ষেপ

ক্লাস পরিসমাপ্তির পূর্বে শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতসহ আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে বলবেন–

হজরত ইব্‌রাহিম (আ.) ও হজরত মুসা (আ.) ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত রাসুল। হজরত ইব্‌রাহিম (আ.) আল্লাহর আদেশ পালনে নিজ পুত্রকে কুরবানি করতে প্রস্তুত হয়ে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। পক্ষান্তরে হজরত মুসা (আ.) অত্যাচারী শাসকের সামনে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ অনুসরণে নির্ভীক ছিলেন। তাঁদের এসকল আদর্শ অনুসরণীয়।

হজরত ইব্‌রাহিম (আ.) ও হজরত মুসা (আ.) পূর্বের জাতিসমূহের জন্য প্রেরিত নবি ও রাসুল ছিলেন। আমাদের

জন্য প্রেরিত নবি ও রাসুল হলেন হজরত মুহাম্মদ (স.)। আমরা তাঁর শৈশব সম্পর্কে পরবর্তী পাঠে জানব। তোমরাও এ বিষয়ে চিন্তা করে আসবে।

এরপর শিক্ষক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যায় শেষে বর্ণিত শিখন মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পাঠ- ৩
হজরত মুহাম্মদ (স.) এর শৈশব

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

১.১.১ হজরত মুহাম্মদ (স.) এর শৈশব সম্পর্কে বলতে পারবে।

বিষয়বস্তু

আমাদের মহানবির নাম হজরত মুহাম্মদ (স.)। তিনি বর্তমান সৌদি আরবের মক্কা নগরীতে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ্ এবং মাতার নাম আমিনা। মহানবি (স.)-এর জন্মের আগেই তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মদ। মুহাম্মদ অর্থ 'প্রশংসিত'। আর মাতা আমিনা তাঁর নাম রাখেন আহমাদ। আহমাদ অর্থ প্রশংসাকারী।

হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্মের পর চাচা আবু লাহাবের দাসি সুয়াইবা তাঁকে মাতৃস্নেহে লালন-পালন করেন। অতঃপর তাঁকে ধাত্রী মা হালিমার নিকট লালন-পালনের জন্য দেওয়া হয়। হালিমা বনু সা'দ গোত্রের বেদুইন মহিলা ছিলেন। বনু সা'দ গোত্রের লোকেরা বিশুদ্ধ আরবিতে কথা বলত। ফলে মহানবিও (স.) বাল্যকাল থেকেই বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় কথা বলতেন। মহানবি (স.) শিশুকাল থেকে অন্যের অধিকার সম্পর্কে সংবেদনশীল ছিলেন। একটি ঘটনায় দেখা যায় যে, তাঁর দুধমা হালিমার একটি পুত্রসন্তান ছিল। তিনি তাঁর দুধমার একটি স্তনের দুধ নিজে পান করতেন, অন্য স্তনের দুধ তাঁর দুধভাই আবদুল্লাহ্র জন্য রেখে দিতেন। এভাবে ছোটোবেলা থেকেই তিনি অন্যের অধিকারের বিষয়ে সচেতন ছিলেন।

পাঁচ বছর পর্যন্ত বিবি হালিমা নিজের সন্তানের মতো তাঁকে লালন-পালন করার পর মা আমিনার নিকট প্রত্যর্পণ করেন। কিন্তু তাঁর ছয় বছর বয়সে মা আমিনাও ইন্তিকাল করেন। এতে হজরত মুহাম্মদ (স.) ইয়াতিম হয়ে পড়েন। এরপর তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁকে লালন-পালন করতে থাকেন। আট বছর বয়সে তাঁর দাদাও ইন্তিকাল করেন। দাদার ইন্তিকালের পর চাচা আবু তালিব তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মহানবিকে (স.) খুব আদর-যত্ন করতেন। মুহাম্মদ (স.)ও চাচার অসচ্ছল পরিবারে নানাভাবে সাহায্য করতেন। বাড়তি আয়ের জন্য রাখালদের সাথে ছাগল-মেষ চরাতেন।

চিত্র: মহানবি (স.)-এর জন্মস্থানের ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করবেন:

- আমাদের মহানবি (স.)-এর নাম কী?
- তোমরা জানো কি তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন?

৩. উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে বোর্ডে লিখবেন।

(**লক্ষণীয়:** শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলে তাও গ্রহণ করবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যে কোনো একজন বা দু'জনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।)

৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:
আমাদের মহানবি হলেন হজরত মুহাম্মদ (স.)। আমরা আজ তাঁর শৈশব সম্পর্কে জানব।

৬. এরপর শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন লিখবেন:
হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর শৈশবকাল কীভাবে কেটেছিল?

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক সম্ভব হলে হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্মস্থানের ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করে সহজ সরল ছোটো ছোটো প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নের আলোকে পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করবেন এবং তা সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলবেন।

একক কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের হজরত মুহাম্মদ (স)-এর জন্মস্থান, জন্মতারিখ, মাতা-পিতার নামসহ কয়েকটি তথ্য সম্পর্কে বলতে বলবেন।

উত্তর পাওয়ার জন্য শিক্ষক কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন। শিক্ষক বোর্ডে গ্রাফিক সংগঠক ব্যবহার করে ব্রেইন স্টর্মিং পদ্ধতিতে উত্তরগুলো বোর্ডে প্রদর্শন করবেন।

বিশেষ নির্দেশনা: যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন, কোনো কিছু সংযোজন এবং যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করবেন।

শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনার পর শিক্ষক বিষয়বস্তুর ধারণা আরও সুস্পষ্ট করবেন।

শিক্ষক বোর্ডে লেখা উত্তরগুলো পড়ে শোনাবেন। মুহাম্মদ (স.) এর জন্মস্থানের ছবি/ভিডিওতে নেই এমন কিছু মহানবি (স.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক বলবেন এভাবে মহানবি (স.) শৈশবকালের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর শৈশবকাল সম্পর্কে আলোচনা করবে। প্রতিদলে একজন বলবে বাকিরা শুনবে; আবার অন্যজন বলবে বাকিরা শুনবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

সারসংক্ষেপ

ক্লাস পরিসমাপ্তির পূর্বে শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতসহ আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে বলবেন–

আমাদের মহানবির নাম হজরত মুহাম্মদ (স.)। তিনি সৌদি আরবের মক্কা নগরীতে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশের নাম কুরাইশ। মহানবি (স.)-এর জন্মের আগেই তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মদ। মুহাম্মদ অর্থ প্রশংসিত। আর মাতা আমিনা তাঁর নাম রাখেন আহমাদ। আহমাদ অর্থ প্রশংসাকারী। শৈশবকাল থেকেই তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য আরবের লোকেরা তাঁকে আল-আমিন বলে ডাকত।

হজরত মুহাম্মদ (স.) এর শৈশবকাল কিভাবে কেটেছিল তা আমরা জানলাম। কিভাবে তাঁর শিশুকালের আদর্শ নিজ জীবনে চর্চা করতে পারি তা আমরা পরবর্তী পাঠে জানব। তোমরাও এ বিষয়ে চিন্তা করে আসবে।

এরপর শিক্ষক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যায় শেষে বর্ণিত শিখন মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পাঠ- ৪

মহানবির (স.) আদর্শ অনুশীলন

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

২.২.২ হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর আদর্শ নিজ জীবনে চর্চা করতে পারবে।

বিষয়বস্তু

শৈশবকালেই মহানবি (স.) এর সুন্দর চারিত্রিক মাধুর্য ফুটে ওঠে। শিশুকাল থেকেই তিনি খুব শান্তশিষ্ট স্বভাবের ছিলেন। তাঁর আচার-আচরণ ছিল খুবই সুন্দর। তাঁকে আরবের লোকেরা 'আল-আমিন' বলে ডাকত। 'আল-আমিন' অর্থ হলো বিশ্বস্ত। তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না, সব সময় সত্য কথা বলতেন, তাই সবাই তাঁকে এই নামে ডাকত।

শিশুকাল থেকেই নবি করিম (স.) কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। তিনি এতটা বিনয়ী ও নম্র ছিলেন যে কথা বলার সময় কারও মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কথা বলতেন না। কোনো অশোভন বিষয় উল্লেখ করতেন না। তিনি সব সময় সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন, সদালাপ করতেন। তাঁর কথাবার্তায় সবাই অভিভূত হতো। তিনি পরিবারের সবার সাথে হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করতেন, সবাইকে ভালোবাসতেন, বড়োদের সম্মান করতেন, কাউকে গালি দিতেন না, কারো সঙ্গে মারামারি করতেন না, সর্বদা সমবয়সিদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পছন্দ করতেন। তাঁর ন্যায়বোধ সম্পর্কে পূর্বের পাঠে আমরা পড়েছি যে, শিশু নবি (স.) যখন দুধমাতা হালিমার স্তন্যপান করতেন, তখন মাত্র একটি স্তন্যই পান করতেন। অপর স্তন্যটি তার দুধ ভাই হালিমার আপন শিশুপুত্রের জন্য রেখে দিতেন। অবুঝ শিশুর এমন ন্যায়বোধের কাহিনী পৃথিবীতে বিরল।

তিনি নিজের কাজ নিজের হাতে করতেন, জুতা মেরামত করতেন, কাপড় সেলাই করতেন। পরিবারের কেউ কোনো কাজের সহায়তা কামনা করলে তখনই সাহায্যের জন্য সাড়া দিতেন। পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণের জন্য মাঠে মেষ চরাতেন, দুধ দোহন করতেন, সেবকদের কাজে সহায়তা করে আটা পিষে দিতেন এবং নিজে হাটবাজার থেকে সওদা করে নিয়ে আসতেন। শৈশবকাল থেকেই রাসুলে করিম (স.) কখনো একা একা খাবার খেতেন না। বরং নিজ হাতে রুটি তৈরি করে পরিবার-পরিজনকে সাথে নিয়ে খেতেন। এ বিষয়ে একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, তোমরা পরিবারের সবাইকে নিয়ে একত্রে খাবার খাও, পৃথক পৃথক খেয়ো না। কেননা সকলে মিলে একত্রে খাবার খাওয়ার মাঝে বরকত হয়ে থাকে।

আমরা মহানবি (স.) এর উপর্যুক্ত আদর্শ ও চারিত্রিক মাধুর্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ হবো এবং তা আমাদের জীবনে অনুশীলন করতে সচেষ্ট হবো। তাঁর মতো আমরাও সদা সত্য কথা বলব, বড়োদের সম্মান করব, সকলকে ভালোবাসব। আমাদের পিতা-মাতা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের নিকট বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন হতে চেষ্টা করব। এভাবে আমরা তাঁর আদর্শ আমাদের জীবনে চর্চা করতে অভ্যস্ত হবো।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি:

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করবেন:

- আমাদের মহানবি (স.)-এর নাম কী?
- তাঁর দু'টি আদর্শ সম্পর্কে বলতে পারবে?

৩. উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে বোর্ডে লিখবেন।

(**লক্ষণীয়:** শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলে তাও গ্রহণ করবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যে কোনো একজন বা দু'জনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।)

৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:
হজরত মুহাম্মদ (স.) আমাদের ধর্মের নবি। তাঁর শৈশবকালের অনেকগুলো ভালো কাজের আদর্শ রয়েছে। আজ আমরা সেগুলো শিখতে ও অনুশীলন করতে সচেষ্ট হবো।

৬. এরপর শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন লিখবেন:
হজরত মুহাম্মদ (স)-এর শৈশবকালের আদর্শগুলো কী?

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক সম্ভব হলে হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর শৈশবকালের আদর্শ লেখা পোস্টার/ভিডিও প্রদর্শন করবেন। অতঃপর তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নের আলোকে পাঠের বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলবেন।

একক কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর শৈশবকালের পারিবারিক আদর্শ অনুসারে নিজ পরিবারে কী কী কাজ করে সে সম্পর্কে বলতে বলবেন।

উত্তর পাওয়ার জন্য শিক্ষক কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।
শিক্ষক বোর্ডে গ্রাফিক সংগঠক ব্যবহার করে উত্তরগুলোর তালিকা তৈরি করবেন। (শিক্ষার্থী বলবে শিক্ষক উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন। ভুল হলে তাও লিখবেন। একজন শিক্ষার্থীর উত্তর সম্পর্কে অন্য শিক্ষার্থীর মতামত নিবেন। ভুল উত্তর দিলে অথবা উত্তর দিতে না পারলে প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

বিশেষ নির্দেশনা: যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন, কোনো কিছু সংযোজন এবং যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করবেন।

একক কাজ/জোড়ায় কাজ

শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনার পর শিক্ষক বিষয়বস্তুর ধারণা আরও সুস্পষ্ট করবেন।

শিক্ষক বোর্ডে লেখা উত্তরগুলো পড়ে শোনাবেন। তালিকায় নেই এমন কয়েকটি আদর্শ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক বলবেন, আমরা জানলাম যে, মহানবি (স.)-এর শৈশবের অনেকগুলো আদর্শ রয়েছে। যেমন– শৈশবকাল থেকেই তিনি কোমল হৃদয়ের অধিকারী ও সদালাপী ছিলেন, পরিবারের কেউ কোনো কাজের সহায়তা কামনা করলে তখনই সাহায্যের জন্য সাড়া দিতেন। আমরা তাঁর এই আদর্শগুলো আমাদের জীবনে অনুশীলন করতে পারি।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর শৈশবকালের কয়েকটি আদর্শ গল্পাকারে বলবে ও গল্পের শিক্ষণীয় আদর্শ চিহ্নিত করবে।

সারসংক্ষেপ

ক্লাস পরিসমাপ্তির পূর্বে শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতসহ আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে বলবেন–

আমাদের প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মদ (স.) এর সুন্দর আচরণ ফুটে ওঠে তাঁর শৈশবকাল থেকেই। তিনি সব সময় সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন। তাঁর মধুর বচনে সবাই অভিভূত হতো। তিনি নিজ হাতে জুতা মেরামত করতেন। পরিবারের কেউ কোনো কাজের সহায়তা কামনা করলে তখনই সাহায্যের জন্য সাড়া দিতেন। সর্বোপরি পরিবারের সবার সাথে নবি করীম (স.) হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করতেন।

হজরত মুহাম্মদ (স)-এর আদর্শ অনুসরণের জন্য যেমন তাঁর জীবনচরিত জানতে হবে তেমনি তাঁর সাহাবিগণের যে সকল মূল্যবান আদর্শ রয়েছে সেগুলো অনুসরণের জন্য তাঁদের জীবনচরিত আমাদের জানা প্রয়োজন। অতএব, সাহাবিগণের পরিচয় সম্পর্কে আমরা পরবর্তী পাঠে জানব। তোমরাও এ বিষয়ে চিন্তা করে আসবে।

এরপর শিক্ষক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যায় শেষে বর্ণিত শিখন মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পাঠ- ৫
সাহাবির পরিচয়

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

১.৩.১ সাহাবি সম্পর্কে বলতে পারবে।

বিষয়বস্তু

আমাদের প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর অনেক সঙ্গী-সাথী ছিলেন। তাঁরা প্রিয় নবিকে অনুসরণ করে আদর্শবান মানুষ হয়ে উঠেছিলেন; তাঁদেরকে সাহাবি বলে। তাঁদের আদর্শও আমাদের অনুসরণ করতে হবে। এ পাঠে আমরা ঐ সকল সাহাবি ও তাঁদের আদর্শ সম্পর্কে জানব।

সাহাবি আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো– সঙ্গী, সাথী, অনুসারী ইত্যাদি। যে সকল ব্যক্তি মহানবি (স.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন, তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাঁর আদর্শ অনুসরণ করেছেন ও ইমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁদেরকে সাহাবি বলে।

প্রিয় নবি (স.)-এর অনেক সাহাবি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে চারজন ছিলেন প্রধান। তাঁরা হলেন– হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.), হজরত উমর ফারুক (রা.), হজরত উসমান গনি (রা.) ও হজরত আলী (রা.)। এ চারজন ব্যতীত প্রিয় নবি (স.)-এর আরো উল্লেখযোগ্য সাহাবি ছিলেন। তাঁরা সবাই আদর্শবান মানুষ। তাঁদের আদর্শ আমাদের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি:

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করবেন:

- মহানবি (স.) এর কোনো সাহাবি ছিল?
- মহানবির (স.) একজন সাহাবির নাম বলতে পারবে?

৩. উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে বোর্ডে লিখবেন।
(**লক্ষণীয়:** শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলে তাও গ্রহণ করবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যে কোনো একজন বা দু'জনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।)

৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:
মহানবি (স.)-এর অনেক সঙ্গী-সাথী ছিলেন। তাঁদেরকে সাহাবি বলে। আজ আমরা সাহাবির পরিচয় ও প্রধান চারজন সাহাবি সম্পর্কে জানব।

৬. এরপর শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন লিখবেন:
সাহাবি কাকে বলে এবং প্রধান চারজন সাহাবির নাম কী?

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক সম্ভব হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাহাবির পরিচয় ও প্রধান চারজন সাহাবির নাম লেখা পোস্টার/ভিডিও

প্রদর্শন করবেন। অতঃপর তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নের আলোকে পাঠের বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলবেন।

একক কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রধান চারজন সাহাবির নাম ধারাবাহিকভাবে বলতে বলবেন।
উত্তর পাওয়ার জন্য শিক্ষক কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।
শিক্ষার্থী বলবে শিক্ষক উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন। ভুল হলে তাও লিখবেন। একজন শিক্ষার্থীর উত্তর সম্পর্কে অন্য শিক্ষার্থীর মতামত নিবেন। ভুল উত্তর দিলে অথবা উত্তর দিতে না পারলে প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

সাহাবিদের পরিচয়

১ম সাহাবির নাম:	হযরত আবু বকর (রা.)
২য় সাহাবির নাম:	হযরত উমর (রা.)
৩য় সাহাবির নাম:	হযরত উসমান (রা.)
৪র্থ সাহাবির নাম:	হযরত আলী (রা.)

শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনার পর শিক্ষক বিষয়বস্তুর ধারণা আরও সুস্পষ্ট করবেন।

শিক্ষক বোর্ডে লেখা উত্তরগুলো পড়ে শোনাবেন। তালিকায় নেই সাহাবিগণের পরিচয় ও নাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক বলবেন, আমরা জানলাম যে, মহানবি (স.)-এর সঙ্গী-সাথীদের সাহাবি বলে আর চারজন সাহাবির নাম হলো: হজরত আবু বকর (রা.), হজরত উমর (রা.), হজরত উসমান (রা.) ও হজরত আলী (রা.)।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে সাহাবির পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

সারসংক্ষেপ

ক্লাস পরিসমাপ্তির পূর্বে শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতসহ আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে বলবেন–
যিনি মহানবি (স.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং ইমান থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে সাহাবি বলে। এরকম প্রধান চারজন সাহাবি হলেন– হজরত আবু বকর (রা.), হজরত উমর (রা.), হজরত উসমান (রা.) ও হজরত আলী (রা.)। সাহাবিগণের জীবনাচরণ আমাদের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। কীভাবে আমরা সাহাবিগণের জীবনাচরণ অনুসরণ করতে পারি সে সম্পর্কে পরবর্তী পাঠে জানব। তোমরাও এ বিষয়ে চিন্তা করে আসবে।

এরপর শিক্ষক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যায় শেষে বর্ণিত শিখন মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পাঠ- ৬

সাহাবিগণের জীবনাচরণ অনুসরণ

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

১.৩.২ সাহাবিগণের জীবনাচরণ অনুসরণ করতে পারবে।

বিষয়বস্তু

মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাহাবিগণ শ্রেষ্ঠ মানুষ। নবি-রাসুলগণের পরই তাঁদের মর্যাদা। তাঁরা সরাসরি মহানবি (স.)-এর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন; মহানবি (স.)-এর আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিলেন। তাই তাঁরা আদর্শ মানব। তাঁদের জীবনাচরণ আমাদের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। স্বয়ং মহানবি (স.) তাঁদের আদর্শ অনুসরণের জন্য আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমার সাহাবিরা তারকাতুল্য, তোমরা তাদের যে কাউকে অনুসরণ করলে সৎপথ প্রাপ্ত হবে।'

সাহাবিগণ আদর্শবান মানুষ ছিলেন। মহানবির প্রধান চার সাহাবির মধ্যে হজরত আবু বকর (রা.) ছিলেন সত্যবাদী ও দানশীল। তাঁর সত্যবাদিতার জন্য তাঁর উপাধি ছিল 'সিদ্দীক' বা সত্যবাদি। ইসলামের জন্য তিনি তাঁর সর্বস্ব দান করেছিলেন। দ্বিতীয় সাহাবি হজরত উমর (রা.) ছিলেন আদর্শের প্রতীক। ন্যায়-নিষ্ঠার প্রতি তিনি ছিলেন অবিচল। তৃতীয় খলিফা হজরত উসমান (রা.) ছিলেন দয়ালু, নিরহংকার ও জনদরদি। গরিব-দুঃখীকে তিনি অকাতরে দান করতেন। চতুর্থ খলিফা হজরত আলী (রা.) ছিলেন জ্ঞানের সাধক। এজন্য মহানবি (স.) হজরত আলীকে 'জ্ঞানের দ্বার' উপাধি দিয়েছিলেন। জীবিকার জন্য তিনি নিজে পরিশ্রম করতেন এবং বিশাল সাম্রাজ্যের খলিফা হয়েও গরিবের মতো জীবনযাপন করতেন।

সাহাবিগণের এসব আদর্শ আমাদের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। আমরা আল্লাহ ও মহানবি (স.) সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁদেরকে অনুসরণ করব ও ভালোবাসব। আমরা শ্রদ্ধার সাথে তাঁদের নাম নেব। তাঁদেরকে সম্বোধনের সময় প্রথমে হজরত (সম্মানিত) ও শেষে 'রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু' (মহান আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন) বলব।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি:

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করবেন:

- মহানবি (স.) এর সঙ্গী-সাথীদের কী বলা হয়?

৩. উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে বোর্ডে লিখবেন।
(**লক্ষণীয়:** শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলে তাও গ্রহণ করবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যে কোনো একজন বা দু'জনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।)

৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:
মহানবির সঙ্গী-সাথী সাহাবিগণ তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁরা আদর্শবান মানুষ। আজকের পাঠে আমরা তাঁদের জীবনাচরণ অনুসরণ করা সম্পর্কে জানব।

৬. এরপর শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন লিখবেন:
কীভাবে আমরা সাহাবিগণের জীবনাচরণ অনুসরণ করতে পারি?

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক সম্ভব হলে শিক্ষক সাহাবিগণের কয়েকটি আদর্শ ও শ্রদ্ধার সাথে সম্বোধন সম্পর্কিত বাক্য লেখা পোস্টার/ছবি/ভিডিও প্রদর্শন শেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের মূল প্রশ্নের আলোকে পাঠের বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলবেন।

একক কাজ

শিক্ষক সাহাবিগণের জীবনাচরণ থেকে কী কী আদর্শ অনুসরণীয় সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন।

উত্তর পাওয়ার জন্য শিক্ষক কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।
শিক্ষক উত্তরগুলো মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতিতে বোর্ডে প্রদর্শন করবেন। ভুল হলে তাও লিখবেন। একজন শিক্ষার্থীর উত্তর সম্পর্কে অন্য শিক্ষার্থীর মতামত নিবেন। ভুল উত্তর দিলে অথবা উত্তর দিতে না পারলে প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

বিশেষ নির্দেশনা: যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন, কোন কিছু সংযোজন এবং যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করবেন।

শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনার পর শিক্ষক বিষয়বস্তুর ধারণা আরও সুস্পষ্ট করবেন।
শিক্ষক গ্রাফিক সংগঠকে লেখা উত্তরগুলো পড়ে শোনাবেন। অতঃপর বলবেন, তাহলে আমরা জানলাম যে, সাহাবিগণের জীবনাচরণ অনুশীলনের মাধ্যমে সত্যবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠা, পরোপকার ও জ্ঞানসাধনার আদর্শ আমরা অনুশীলন করতে পারি। তাঁদেরকে সম্বোধনের সময় প্রথমে হজরত (সম্মানিত) ও শেষে 'রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু' (মহান আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন) বলে শ্রদ্ধার সাথে কীভাবে তাঁদের সম্বোধন করা যায় সে সম্পর্কেও

আমরা জানলাম।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে সাহাবিগণের নাম শ্রদ্ধার সাথে সম্মোধনের অনুশীলন করবে। প্রতিদলে একজন বলবে বাকিরা শুনবে; আবার অন্যজন বলবে বাকিরা শুনবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

সারসংক্ষেপ

ক্লাস পরিসমাপ্তির পূর্বে শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতসহ আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে বলবেন–

সাহাবিগণের জীবনাচরণ মহানবির (স.) আদর্শ দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। তাঁরা ছিলেন সত্যবাদি, ন্যায়নিষ্ঠ, পরোপকারী ও জ্ঞানসাধক। সাহাবিগণের এসব আদর্শ আমাদের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। আমরা আল্লাহ ও মহানবি (স.) সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁদেরকে অনুসরণ করব ও ভালোবাসব। আমরা শ্রদ্ধার সাথে তাঁদের নাম নেব। তাঁদেরকে সম্বোধনের সময় প্রথমে হজরত (সম্মানিত) ও শেষে 'রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু' (মহান আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন) বলব।

মহানবি (স.) ও তাঁর সাহাবিগণের এসব আদর্শ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। পরবর্তী পাঠে আমরা ইসলাম ধর্মের আদর্শ অনুসরণে নৈতিক ও মানবিক গুণ অর্জন সম্পর্কে জানব। সততা একটি নৈতিক গুণ। পরবর্তী পাঠে আমরা এ সম্পর্কে জানব। তোমরাও এ বিষয়ে চিন্তা করে আসবে।

এরপর শিক্ষক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যায় শেষে বর্ণিত শিখন মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

শিখন মূল্যায়ন ছক

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
		ভালো	খুব ভালো	উত্তম	
২.১ নবি ও রাসুলের পরিচয় জেনে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারা।	**08.02.01.03** নবি ও রাসুলের পরিচয় জেনে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করছে।	শিক্ষার্থী নবি-রাসুলের পরিচয় ও আদর্শ সম্পর্কে জেনে শিখন পরিবেশে নিজ আচরণের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছে।	শিক্ষার্থী নবি-রাসুলের পরিচয় ও আদর্শ সম্পর্কে জেনে নিকট পরিবেশে নিজ আচরণের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছে।	শিক্ষার্থী নবি-রাসুলের পরিচয় ও আদর্শ সম্পর্কে জেনে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নিজ আচরণের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছে।	দ্বিতীয় অধ্যায়ের পাঠ-১ ও পাঠ-২ এর কাজগুলো
		যে বিষয় বিবেচনা করে পারদর্শিতার মাত্রা নিরূপন করা যেতে পারে			
		শিক্ষার্থী নবি-রাসুলের পরিচয়, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং হজরত ইব্রাহিম (আ.) ও হজরত মূসা (আ.)-এর আদর্শ ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।	শিক্ষার্থী নবি-রাসুলের পরিচয়, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং হজরত ইব্রাহিম (আ.) ও হজরত মূসা (আ.)-এর আদর্শ সম্পর্কে তালিকা তৈরি ও আলোচনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।	শিক্ষার্থী নবি-রাসুলের পরিচয়, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং হজরত ইব্রাহিম (আ.) ও হজরত মূসা (আ.)-এর আদর্শ কীভাবে নিজ জীবনে চর্চা করা যায় তা ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ করেছে।	

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
		ভালো	খুব ভালো	উত্তম	
২.২ হজরত মুহাম্মদ (স.) -এর আদর্শ নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা।	**08.02.01.04** শিক্ষার্থী হজরত মুহাম্মদ (স.) -এর শৈশবকালীন আদর্শ নিজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আচরণের মাধ্যমে চর্চা করছে।	শিক্ষার্থী হজরত মুহাম্মদ (স.) -এর শৈশবকালীন আদর্শ নিজ জীবনের বিভিন্ন আচরণের মাধ্যমে শিখন পরিবেশে চর্চা করছে।	শিক্ষার্থী হজরত মুহাম্মদ (স.) -এর শৈশবকালীন আদর্শ নিজ জীবনের বিভিন্ন আচরণের মাধ্যমে নিকট পরিবেশে চর্চা করছে।	শিক্ষার্থী হজরত মুহাম্মদ (স.) -এর শৈশবকালীন আদর্শ নিজ জীবনের বিভিন্ন আচরণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে চর্চা করছে।	দ্বিতীয় অধ্যায়ের পাঠ-৩ ও পাঠ-৪ এর কাজগুলো
		যে বিষয় বিবেচনা করে পারদর্শিতার মাত্রা নিরূপন করা যেতে পারে			
		শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর শৈশবকালীন আদর্শ তালিকা তৈরির মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।	শিক্ষার্থী নিকট পরিবেশে হজরত মুহাম্মদ (স.) -এর শৈশবকালীন আদর্শ আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছে।	শিক্ষার্থী যেকোনো পরিবেশে হজরত মুহাম্মদ (স.) -এর শৈশবকালীন আদর্শ নিজ জীবনে চর্চার উপায় ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ করেছে।	

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
		ভালো	খুব ভালো	উত্তম	
২.৩ হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাহাবিগণের পরিচয় জেনে তাঁদের জীবনাচরণ অনুসরণ করা।	**08.02.01.05** শিক্ষার্থী হজরত মুহাম্মদ (স.) -এর সাহাবিগণের পরিচয় জেনে তাঁদের জীবনাচরণ অনুসরণ করছে।	শিক্ষার্থী হজরত মুহাম্মদ (স.) -এর সাহাবিগণের জীবনাচরণ শিখন পরিবেশে অনুসরণ করেছে।	শিক্ষার্থী হজরত মুহাম্মদ (স.) -এর সাহাবিগণের জীবনাচরণ নিকট পরিবেশে অনুসরণ করছে।	শিক্ষার্থী হজরত মুহাম্মদ (স.) -এর সাহাবিগণের জীবনাচরণ যেকোনো পরিবেশে অনুসরণ করছে।	দ্বিতীয় অধ্যায়ের পাঠ-৫ ও পাঠ-৬ এর কাজগুলো
		যে বিষয় বিবেচনা করে পারদর্শিতার মাত্রা নিরূপন করা যেতে পারে			
		শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে হজরত মুহাম্মদ (স.) -এর সাহাবিগণের জীবনাদর্শ সমূহ তালিকা তৈরি ও ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে হজরত মুহাম্মদ (স.) -এর সাহাবিগণের জীবনাদর্শ সমূহ আলোচনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।	শিক্ষার্থী যেকোনো পরিবেশে হজরত মুহাম্মদ (স.) -এর সাহাবিগণের জীবনাদর্শ সমূহ নিজ জীবনে চর্চার উপায় ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ করেছে।	

তৃতীয় অধ্যায়

ধর্মের আদর্শ অনুসরণে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৩.১ নৈতিক গুণাবলি সম্পর্কে জেনে নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা।

শিখনফল

৩.১.১ সততা সম্পর্কে বলতে পারবে।
৩.১.২ দৈনন্দিন জীবনে সততার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারবে।
৩.১.৩ পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে বলতে পারবে।
৩.১.৪ ছোটো বড়ো নির্বিশেষে সবার সাথে পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন: ০৪

পাঠ- ১

নৈতিক গুণাবলি : সততা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–
৩.১.১ সততা সম্পর্কে বলতে পারবে।

বিষয়বস্তু

মানুষের উত্তম অভ্যাস ও আচরণ সমূহই সমূহই হচ্ছে নৈতিক গুণাবলি। সমাজে মর্যাদা ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য এসব গুণাবলির অনুশীলন করা আবশ্যক। এগুলোর মধ্যে একটি মূল্যবান নৈতিক গুণ হচ্ছে সততা।

সততা হলো সত্যবাদিতা, সাধুতা ও ন্যায়-নীতি অবলম্বনের অভ্যাস। সর্বদা সত্য কথা বলা এবং সৎপথে চলার নাম সততা। যে ব্যক্তির মধ্যে এই ভালো গুণগুলো রয়েছে তাকে সৎ লোক বলা হয়। সৎ ব্যক্তির মধ্যে ন্যায়-নীতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং মানবতাবোধ থাকে। সততার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি মানুষের শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জন করে। পরিবার ও সমাজে সবাই তাকে পছন্দ করে; সকলের কাছ থেকে সে মর্যাদা লাভ করে ও পুরস্কৃত হয়। আমাদের মহানবি (স.) সততার সুফল বর্ণনা করে বলেছেন, 'সত্যবাদিতা মানুষকে মুক্তি দেয় আর মিথ্যাচার মানুষকে ধ্বংস করে।'

আমাদের মহানবি (স.)-এর চরিত্রে সততা গুণটি পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। এ কারণে তাঁর চরম শত্রুরাও তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত, তাঁর কাছে নিজেদের সম্পদ গচ্ছিত রাখত। মহানবি (স.) যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন তখনো তাঁর কাছে অনেক লোকের অর্থ-সম্পদ আমানত ছিল। কিন্তু তিনি কারো কোনো অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ বা নষ্ট করেননি, সব অর্থ-সম্পদ হজরত আলী (রা.)-এর কাছে রেখে গিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে হজরত আলী (রা.) সেগুলো নিজ নিজ মালিককে বুঝিয়ে দেন। এটা হচ্ছে মহানবি (স.)-এর সততার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মহানবি (স.)-এর সাহাবিগণ যেমন নিজেরা সততার চর্চা করতেন তেমনি সৎ ব্যক্তিকে পুরস্কৃতও করতেন। একদিন খলিফা হজরত উমর (রা.) রাত্রিবেলা ছদ্মবেশে জনগণের অবস্থা নিজ চোখে দেখার জন্য বের হয়ে একজন মহিলা ও তার কন্যার কথাবার্তা শুনতে পান। মহিলা তার কন্যাকে দুধে পানি মেশাতে বললে কন্যা বলল, খলিফা হজরত

উমর (রা.) তা জানতে পারলে শাস্তি দিবেন। তা শুনে মহিলা বলল, খলিফা তা জানতে পারবেন না। উত্তরে মেয়েটি বলল, খলিফা না জানতে পারলেও মহান আল্লাহ অবশ্যই তা জানতে পারবেন। একথা বলে মেয়েটি দুধে পানি মেশানো থেকে বিরত থাকল। মেয়েটির এই সততায় মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং খলিফা হজরত উমর (রা.) মেয়েটির সঙ্গে তাঁর ছেলের বিবাহ দিয়েছিলেন।

আমাদের ধর্ম ইসলামে সততা অবলম্বনের জন্য নির্দেশনা রয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, সততা একজন মুসলমানকে পুরস্কারস্বরূপ জান্নাতে পৌঁছে দেয়। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন– "আল্লাহ বলবেন, এ (শেষ বিচারের) দিনে সত্যবাদিগণ তাঁদের সততার জন্য উপকৃত হবে; তাঁদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। এটা মহাসাফল্য।" (সূরা আল-মায়িদা: ১১৯)_

ইসলামের এসব শিক্ষা আমাদের সততার গুণ অনুশীলনের জন্য উৎসাহিত করে। আমরা এ শিক্ষা অনুধাবন করে নিজ জীবনে সততার চর্চা করব। আমাদের কথায়, কাজে ও আচরণে সততা রক্ষা করব। আমরা সর্বদা ন্যায়-নীতি অবলম্বন করব; সত্যকথা বলব; সৎকাজ করব; আমানত রক্ষা করব। এভাবে বিভিন্ন ভালো কাজের মাধ্যমে আমরা সততার চর্চা করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে সফলতা লাভ করব।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন-
- বাড়িতে তোমরা কী কী ভালো কাজ করো?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে বোর্ডে লিখবেন।

(**লক্ষণীয়ঃ** শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলে তাও গ্রহণ করবেন। কোন শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যে কোনো একজন বা দু'জনকে সঠিক উত্তর দিতে সাহায্যে করবেন। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।)

৫। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেনঃ
বাড়িতে আমাদের কিছু ভালো কাজ করতে হয়। এরজন্য আমাদের কিছু নৈতিক ও মানবিক গুণ অর্জন করতে হয়। এ রকম একটি গুণ হলো সততা। আজ আমরা 'সততা' সম্পর্কে জানব।

৬। অতঃপর শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূলপ্রশ্ন লিখবেন–
- সততা কাকে বলে?

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক সম্ভব হলে শিক্ষক সততা সংশ্লিষ্ট ছবি/ভিডিও/রঙিন অক্ষরে বড়ো করে 'সততা' লেখা পোস্টার প্রদর্শন করবেন।

অতঃপর তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নের আলোকে পাঠের বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলবেন।

একক কাজ

শিক্ষার্থীরা সততা কাকে বলে তা বলবে। শিক্ষক একটি প্রশ্নের মাধ্যমে কাজটি করাতে পারেন। যেমন তিনি প্রশ্ন করতে পারেন–

- সততা কাকে বলে?

উত্তর পাওয়ার জন্য শিক্ষক কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।

শিক্ষক বোর্ডে গ্রাফিক সংগঠক ব্যবহার করে উত্তরগুলোর তালিকা তৈরি করবেন। (শিক্ষার্থী বলবে শিক্ষক উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন। ভুল হলে তাও লিখবেন। একজন শিক্ষার্থীর উত্তর সম্পর্কে অন্য শিক্ষার্থীর ও মতামত নিবেন। ভুল উত্তর দিলে অথবা উত্তর দিতে না পারলে প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

বিশেষ নির্দেশনাঃ যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণার ও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন, কোনো কিছু সংযোজন এবং যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করবেন।

শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনার পর শিক্ষক বিষয়বস্তুর ধারণা আরও সুস্পষ্ট করবেন।

শিক্ষক বোর্ডে লেখা উত্তরগুলো পড়ে শোনাবেন। গ্রাফিক সংগঠকে নেই সততা সম্পর্কিত এমন কিছু তথ্য ও জিজ্ঞাসা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক বলবেন, তাহলে আমরা জানলাম যে, সততা হলো সত্যবাদিতা, সাধুতা ও ন্যায়-নীতি অবলম্বনের অভ্যাস। সর্বদা সত্য কথা বলা এবং সৎপথে চলার নাম সততা।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা সততা সম্পর্কে গল্প বলবে এবং সততা সম্পর্কিত হজরত উমর (রা.) এর ঘটনাটি ভূমিকাভিনয় করে দেখাবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

সারসংক্ষেপ

পাঠ পরিসমাপ্তির পূর্বে শিক্ষক পরবর্তী পাঠের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতসহ আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে বলবেন–

সততা হলো একটি মূল্যবান নৈতিক গুণ। সত্যবাদিতা, সাধুতা ও ন্যায়-নীতি অবলম্বনের অভ্যাস হলো– সততা। সর্বদা সত্য কথা বলা এবং সৎ পথে চলার নাম সততা। সর্বদা ন্যায়-নীতি অবলম্বন করা, সৎকাজ করা, আমানত রক্ষা করা ইত্যাদি ভালো কাজের মাধ্যমে আমরা সততার চর্চা করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে সফলতা লাভ করব।

আজকের পাঠে আমরা 'সততা' নামক গুণটির পরিচয় জানলাম। পরবর্তী পাঠে আমরা কীভাবে দৈনন্দিন জীবনে সততার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি সে সম্পর্কে জানব। তোমরাও এ বিষয়ে চিন্তা করে আসবে।

অতঃপর শিক্ষক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যায় শেষে বর্ণিত শিখন মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পাঠ- ২
দৈনন্দিন জীবনে সততার অনুশীলন

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

৩.১.২ দৈনন্দিন জীবনে সততার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারবে।

বিষয়বস্তু

সততা একটি মহৎ গুণ। দৈনন্দিন জীবনে সততা অবলম্বন করলে আনন্দ, সফলতা ও প্রশান্তি লাভ হয়; সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সততা অবলম্বন করলে মানুষ লাভবান হয়। আবার সততার অভাবে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আমাদের মহানবি (স.) সততা অবলম্বনের জন্য আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর হাদিসে সততার পুরস্কার সম্পর্কিত একটি কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। একদা আরব দেশের তিনজন লোকের সততা পরীক্ষা করার জন্য মহান আল্লাহ তাদের নিকট একজন ফেরেশতা পাঠান। তাদের মধ্যে একজন ছিল ধবলরোগী, একজন ছিল টাকওয়ালা এবং অন্যজন ছিল অন্ধ। মহান আল্লাহর অনুগ্রহে তিনজনেরই শারীরিক ত্রুটি দূর হওয়ার পাশাপাশি প্রথমজন একটি উট থেকে বহু উটের, দ্বিতীয়জন একটি গাভি থেকে বহু গাভির এবং তৃতীয়জন একটি ছাগল থেকে বহু ছাগলের মালিক হয়ে গেল। কিছুদিন পর মহান আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য একজন ফেরেশতাকে গরিব বিদেশির ছদ্মবেশে তাদের নিকট পাঠালেন। ফেরেশতা প্রত্যেকের কাছে গিয়ে তাদের আগের দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে কিছু সাহায্য করতে বললেন। প্রথম দু'জন ব্যক্তি তাদের আগের অবস্থার কথা অস্বীকার করে ছদ্মবেশী ফেরেশতাকে খালি হাতে বিদায় দিল। অন্যদিকে, তৃতীয়জন নির্দ্বিধায় তার পূর্বের অবস্থা স্মরণ করে ফেরেশতার ইচ্ছেমত সবকিছু দিয়ে তাকে সাহায্য করতে রাজি হলো। এতে তৃতীয় ব্যক্তির সততা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশিত হলো। তৃতীয় ব্যক্তির এই সততার জন্য মহান আল্লাহ তার প্রতি খুশি হলেন। পক্ষান্তরে অপর দুইজনের অসততার জন্য তাদের উপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট হলেন। তৃতীয় ব্যক্তি তার সততা ও ন্যায় পরায়ণতার জন্য সুস্থ ও ধনী রয়ে গেল। পক্ষান্তরে অন্য দুইজন তাদের অসততার জন্য আগের মতো গরিব, ধবলরোগী ও টাকওয়ালা হয়ে গেল।

চিত্র: সততার ঘটনা সংক্রান্ত চিত্র

মহানবির (স.) এই হাদিসের শিক্ষা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সততার মহৎ অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি। সততার গুণ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সাধুতা, মানবিকতা, সত্যবাদিতা, ন্যায়-অন্যায়বোধ, দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ,

দেশাত্ববোধ ইত্যাদির অনুশীলন এবং চর্চা করতে পারি।

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ন্যায়-নীতি অনুসরণ করে, আমানত রক্ষা করে, ধার নেওয়া বই, টাকা-পয়সাসহ যে কোনো জিনিস ওয়াদা মাফিক প্রাপকের কাছে পৌঁছে দিয়ে, কথা দিয়ে কথা রেখে, কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস যথাযথ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে পৌঁছে দিয়ে সততার অভ্যাস চর্চা করতে পারি।

চিত্র: ধার নেওয়া টাকা ফেরত দেওয়ার দৃশ্য

এভাবে সততার গুণ চর্চার মাধ্যমে আমরা সকলের প্রিয়পাত্র হতে পারি, পরিবার ও সমাজে অবদান রাখতে পারি এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারি।

শিখন-শিখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন–
তোমরা বাড়িতে প্রতিদিন কী কী ভালো কাজ করো?

৩. কাঙ্ক্ষিত উত্তর পেতে ন্যূনতম ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। কমপক্ষে ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে বোর্ডে লিখবেন।

(**লক্ষণীয়:** শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলে তাও গ্রহণ করবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যে কোনো একজন বা দু'জনকে সঠিক উত্তর দিতে সাহায্যে করবেন। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামতও শুনবেন।)

৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলবেন–
আমরা প্রতিদিন কিছু কিছু ভালো ও সৎ কাজ করি এবং এর মাধ্যমে আমাদের জীবনে সততার অভ্যাস গড়ে তুলি। আজ আমরা জানব কী কী ভালো কাজ করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সততার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি।

৬. অতঃপর শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন লিখবেন–
আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কী কী ভালো কাজ করে সততার অভ্যাস গড়ে তোলা যায়?

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক সম্ভব হলে ইসলামের আদর্শ অনুসরণে সততা সম্পর্কিত ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করবেন।

অতঃপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের মূল প্রশ্নের আলোকে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলবেন।

একক কাজ

শিক্ষার্থীরা দৈনন্দিন জীবনে যে সকল কাজ করে সততার অভ্যাস গড়ে তোলা যায় সে সম্পর্কে বলবে। শিক্ষক একটি প্রশ্নের মাধ্যমে কাজটি করাতে পারেন। যেমন তিনি বলতে পারেন–
দৈনন্দিন জীবনে কী কী ভালো কাজ করে তোমরা সততার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারো?

উত্তর পাওয়ার জন্য শিক্ষক ৫-৭ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। শিক্ষক গ্রাফিক সংগঠক ব্যবহার করে উত্তরগুলোর তালিকা তৈরি করবেন। শিক্ষার্থী বলবে শিক্ষক উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থী ভুল উত্তর দিলে তাও লিখবেন। একজন শিক্ষার্থীর উত্তর সম্পর্কে অন্য শিক্ষার্থীর মতামত জেনে নিবেন। ভুল উত্তর দিলে অথবা উত্তর দিতে না পারলে প্রয়োজনীয় সহায়তা ফিডব্যাক বা ফলাবর্তন দিবেন।

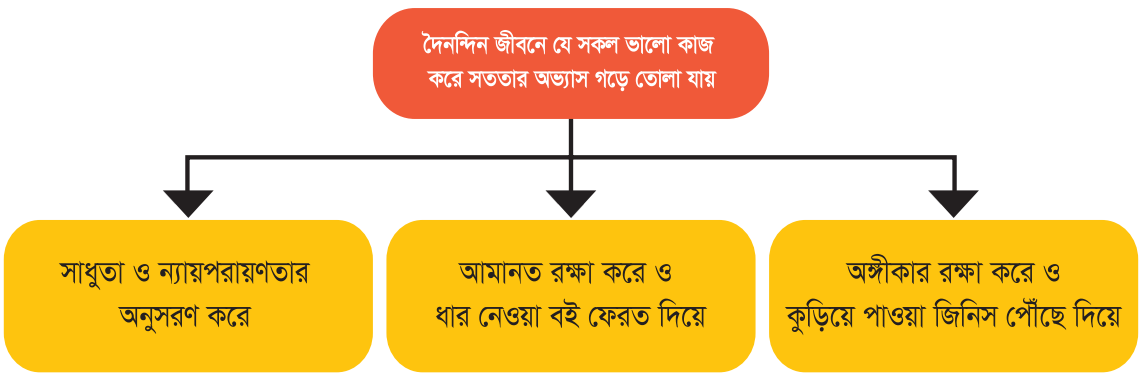

বিশেষ নির্দেশনা: যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণার ও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন, কোনো কিছু সংযোজন এবং যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করবেন।

শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনার পর শিক্ষক বিষয়বস্তুর ধারণা আরও সুস্পষ্ট করবেন।

শিক্ষক বোর্ডে লেখা উত্তরগুলো পড়ে শোনাবেন। গ্রাফিক সংঘটকে নেই এমন আরও কিছু সৎ কাজ কী কী হতে পারে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক বলবেন, তাহলে আমরা জানলাম যে, আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ন্যায়-নীতি অনুসরণ করে, আমানত রক্ষা করে, ধার নেওয়া বই, টাকা-পয়সাসহ যে কোনো জিনিস ওয়াদা মাফিক প্রাপকের কাছে পৌঁছে দিয়ে, কথা দিয়ে কথা রেখে, কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস যথাযথ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে পৌঁছে দিয়ে সততার অভ্যাস চর্চা করতে পারি।

এরকম আরও ভালো ভালো কাজ করে সততার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে দৈনন্দিন জীবনে সততা চর্চার একটি দিক যেমন– ধার নেওয়া বই ওয়াদামাফিক ফেরত দেওয়া, কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস যথাযথ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে পৌঁছে দেওয়া, কথা দিয়ে কথা রাখা ইত্যাদি কাজের ভূমিকাভিনয় করে দেখাবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

সারসংক্ষেপ

পাঠ পরিসমাপ্তির পূর্বে শিক্ষক পরবর্তী পাঠের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতসহ আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে বলবেন– সততা একটি মহৎ গুণ। দৈনন্দিন জীবনে সততা অবলম্বন করলে আনন্দ, সফলতা ও প্রশান্তি লাভ হয়; সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম ধর্মে সততার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মের শিক্ষা অনুসারে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ন্যায়-নীতি অনুসরণ করে, আমানত রক্ষা করে, ধার নেওয়া বই, টাকা-পয়সাসহ যে কোনো জিনিস ওয়াদামাফিক প্রাপকের কাছে পৌঁছে দিয়ে, কথা দিয়ে কথা রেখে, কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস যথাযথ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে পৌঁছে দিয়ে সততার অভ্যাস চর্চা করতে পারি।

আজকের পাঠে আমরা সততার গুণ সম্বন্ধে জানলাম। পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ মানুষের আরেকটি নৈতিক ও মানবিক গুণ। এ গুণটি সম্পর্কে আমরা পরবর্তী পাঠে জানব। তোমরাও এ বিষয়ে চিন্তা করে আসবে। এরপর শিক্ষক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যায় শেষে বর্ণিত শিখন মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পাঠ- ৩

পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

১.১.৩ পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে বলতে পারবে।

বিষয়বস্তু

পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে আমাদের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, নানা-নানি, চাচা-চাচি, মামা-মামি, শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ রয়েছে। এদের সঙ্গে সুন্দরভাবে বসবাসের জন্য পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের প্রয়োজন হয়। পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ হলো– আমাদের একে অপরকে সম্মান করা, যারা বড়ো তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করা ও যারা ছোটো তাদেরকে স্নেহ করা।

এভাবে সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মাধ্যমে আমরা পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ অনুশীলন করতে পারি।

চিত্র: পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ আচরণের দৃশ্য

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ একটি মহৎ গুণ। আদর্শ মহামানবগণ এ বিশেষ গুণে গুণান্বিত ছিলেন। একজন আদর্শ মহামানব সর্বদা বড়োদের শ্রদ্ধা ও ছোটোদের স্নেহ করেন। আমাদের প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মদ (স.) বড়োদের সম্মান করতেন এবং ছোটোদের আদর করতেন। মহানবি (স.) সর্বদা ছোটোদের আবদার রক্ষা করতে চেষ্টা করতেন। তিনি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালোবাসতেন, সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন।

চিত্র: ভারী বোঝা মাথায় তুলতে সাহায্য করা

একটি ঘটনায় দেখা যায় যে, মহানবি (স.)-এর পাশ দিয়ে একটি মরদেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তা দেখে মহানবি (স.) দাঁড়িয়ে গেলেন। তা দেখে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত তাঁর সাহাবিগণও দাঁড়ালেন। উপস্থিত লোকেরা মহানবিকে (স.) বললেন, হে রাসুল! এটি একজন ইহুদির মরদেহ। জবাবে রাসুলুল্লাহ্ (স.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, সে কি মানুষ না? (সহিহ বুখারি: ১৩১২) এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও মহানবি (স.) শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করেছেন।

আরেক ঘটনায় দেখা যায় যে, একদিন খলিফা হজরত উমর (রা) এক ক্রীতদাসকে সাথে নিয়ে জেরুজালেমে যাচ্ছিলেন। তিনি সঙ্গীকে বললেন, 'দুইজন দূরের পথ পাড়ি দেবো। পর্যায়ক্রমে একবার তুমি উটে আরোহণ করবে আর একবার আমি আরোহণ করব।' যখন তাঁরা জেরুজালেম শহরের নিকট পৌঁছালেন তখন ক্রীতদাসের উটে আরোহণ করার পালা।

চিত্র: পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ (করমর্দন করার দৃশ্য)

উটের পিঠে ক্রীতদাসকে দেখে শহরের লোকজন মনে করল উটের পিঠে আরোহী ব্যক্তিটিই খলিফা। তারা উটের

পিঠে বসা ক্রীতদাসকে খলিফা মনে করে সালাম দিতে লাগলো। ক্রীতদাস তখন লজ্জিত হয়ে বললেন, 'আমি খলিফা নই, উটের রশি ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া চালকই খলিফা।' একথা শুনে উপস্থিত সবাই বিস্মিত হয়ে গেল। এভাবে বিশাল সাম্রাজ্যের খলিফা হয়েও হজরত উমর (রা.) ক্রীতদাসের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করেছেন।

এ সকল উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করব। সকলকে সম্মান করব। সকলকে মর্যাদা দেবো। বড়োদের শ্রদ্ধা করব ও ছোটোদের স্নেহ করব। তাঁদের সঙ্গে সালাম বিনিময় ও করমর্দন করব। সকলকে সহযোগিতা করব। কারো প্রতি বৈষম্য করব না। কেউ সহযোগিতা চাইলে তাকে সহযোগিতা করব।

চিত্র: পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অনন্য উদাহরণ শ্রমিকের সাথে সুন্দর ব্যবহার

কেউ অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে তার খোঁজ নেব ও সাহায্য করব। কেউ ভালো কিছু লাভ করলে তাকে শুভেচ্ছা জানাব। কেউ বিপদে পড়লে তাকে সান্ত্বনা দেবো। পিতামাতা, শিক্ষক, ভাইবোন, নিকটাত্মীয় ও সহপাঠীদের সম্মান করব। তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করব। তাঁদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকব। অসুস্থ হলে তাঁদের খোঁজখবর নেব ও সেবা করব। এভাবে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজের ছোটো-বড়ো সকলের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে সুসম্পর্ক গড়ে তুলব।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করবেন–

- তুমি বাড়িতে কাকে কাকে শ্রদ্ধা করো?
- কাকে তুমি স্নেহ করো?
- শ্রদ্ধা ও স্নেহ করতে তুমি কী কী কাজ করো?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। কমপক্ষে ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।
৪. শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে বোর্ডে লিখবেন।
(**লক্ষণীয়:** শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলে তাও গ্রহণ করবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যে কোনো একজন বা দু'জনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।)

৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:
বাড়িতে শ্রদ্ধা ও স্নেহ করে আমরা বিভিন্ন কাজ করি। এগুলো হলো 'পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ'। আজ আমরা পারস্পরিক আচরণ কী– সে সম্পর্কে জানব।

৬. এরপর শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন লিখবেন:
পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ কী?

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক সম্ভব হলে পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ সম্পর্কিত ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করবেন। অতঃপর তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের মূল প্রশ্নের আলোকে পাঠের বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলবেন।

একক কাজ

শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে বর্ণনা করবে। শিক্ষক নিচের প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করে কাজটি করাতে পারেন।

- কী কী কাজের মাধ্যমে তোমরা 'পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ' অনুশীলন করতে পারো?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ব্রেইন স্টর্মিং এর সুযোগ করে দিবেন এবং উত্তর পেতে (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন। শিক্ষক বোর্ডে গ্রাফিক সংগঠক ব্যবহার করে উত্তরগুলোর তালিকা তৈরি করবেন।

(শিক্ষার্থী বলবে শিক্ষক উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন। ভুল হলে তাও লিখবেন। একজন শিক্ষার্থীর উত্তর সম্পর্কে অন্য শিক্ষার্থীর মতামত নিবেন। ভুল উত্তর দিলে অথবা উত্তর দিতে না পারলে প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

বিশেষ নির্দেশনা: যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন, কোনো কিছু সংযোজন এবং যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করবেন।

শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনার পর শিক্ষক বিষয়বস্তুর ধারণা আরও সুস্পষ্ট করবেন।
শিক্ষক বোর্ডে লেখা উত্তরগুলো পড়ে শোনাবেন। গ্রাফিক সংগঠকে নেই এমন কিছু অতিরিক্ত তথ্য জিজ্ঞাসা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক বলবেন, তাহলে আমরা জানলাম যে, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করা, পরস্পরকে সম্মান করা, পরস্পরকে মর্যাদা দেওয়া, বড়োদেরকে শ্রদ্ধা করা, ছোটোদেরকে স্নেহ করা, তাঁদের সঙ্গে সালাম বিনিময় ও করমর্দন করা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে আমরা পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ অনুশীলন করতে পারি।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি আচরণ নির্ধারণ করে প্রতিদল একটি করে আচরণ ভূমিকাভিনয় করে দেখাবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

সারসংক্ষেপ

পাঠ পরিসমাপ্তির পূর্বে শিক্ষক পরবর্তী পাঠের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতসহ আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে বলবেন–
পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে বিভিন্ন বয়সের ও শ্রেণির মানুষ রয়েছে। এদের সঙ্গে সুন্দরভাবে বসবাসের জন্য পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের প্রয়োজন হয়। ইসলাম ধর্মে পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের অনেক উদাহরণ রয়েছে। আমাদের মহানবি (স.) ও তাঁর সাহাবিগণও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ অনুশীলন করতেন। একে অন্যকে সম্মান করা, যারা বড়ো তাদের শ্রদ্ধা করা, যারা ছোটো তাদের স্নেহ করা, কেউ অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে তার খোঁজ নেওয়া

ও সাহায্য করা, কেউ ভালো কিছু লাভ করলে তাকে শুভেচ্ছা জানানো, পিতামাতা, শিক্ষক, ভাইবোন, নিকটাত্মীয় ও সহপাঠীদের সম্মান করা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ অনুশীলন করা যায়।

আজকের পাঠে আমরা পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের পরিচয় সম্পর্কে জানলাম। পরবর্তী পাঠে কীভাবে ছোটো-বড়ো নির্বিশেষে সবার সাথে পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করা যায় সে সম্পর্কে জানব। তোমরাও এ বিষয়ে ভালোভাবে চিন্তা করে আসবে।

এরপর শিক্ষক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যায় শেষে বর্ণিত শিখন মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পাঠ- ৪

ছোটো বড়ো নির্বিশেষে সবার সঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

১.১.৪ ছোটো বড়ো নির্বিশেষে সবার সাথে পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারবে।

বিষয়বস্তু

আমাদের পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে যে সকল মানুষ রয়েছেন তাদের সবার বয়স সমান নয়। তাদের কেউ বয়সে বড়ো, কেউ বয়সে সমান আবার কেউ বয়সে ছোটো। ছোটো বড়ো নির্বেশেষে সবার সঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করা প্রয়োজন। কেননা এতে করে সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি হয়; একে অপরকে সম্মান করে ও ভালোবাসে; পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে এক মধুর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

ইসলামে ছোটো-বড়ো নির্বিশেষে সবার সঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যকে ভালোবাসলে তাঁর ভালোবাসা পাওয়া যায়। ছোটোদের স্নেহ করলে তারা বড়োদের শ্রদ্ধা করে। আবার ছোটোরা বড়োদের শ্রদ্ধা করলে বড়োরা ছোটোদের স্নেহ করেন। এভাবে সমাজে একটি মধুর পরিবেশের সূচনা হয়। সেজন্য মহানবি (স.) বড়োদের শ্রদ্ধা ও ছোটোদের স্নেহ করার গুরুত্ব তুলে ধরে কঠোর ভাষায় বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ছোটোদের স্নেহ করে না এবং বড়োদের শ্রদ্ধা-সম্মান করে না সে ব্যক্তি আমার দলভূক্ত নয়।'

চিত্র: ছোটোদের সঙ্গে কোলাকুলি ও সালাম বিনিময়ের দৃশ্য

আমাদের মহানবি (স.) আরো বলেছেন– 'কোনো বৃদ্ধকে যদি কোনো যুবক বার্ধক্যের কারণে শ্রদ্ধা করে, আল্লাহ তা'আলা ঐ যুবকের জন্য বৃদ্ধ অবস্থায় এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন যে তাকে শ্রদ্ধা করবে'।

চিত্র: নিজে না বসে বয়োজ্যেষ্ঠকে বসতে দিয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন

বড়োদের সালাম প্রদান করব, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করব, সৌজন্য বজায় রেখে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবো, তাদের আদেশ-উপদেশ মান্য করব। তাদের কাজকর্মে সাহায্য-সহযোগিতা করব, বসা অবস্থায় থাকলে দাঁড়িয়ে তাদের বসার ব্যবস্থা করব। এভাবে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলে তারা খুশি হয়ে আমাদেরকে ভালোবাসবে ও স্নেহ করবেন। আমাদের সার্বিক সফলতার জন্য সচেষ্ট হবেন। এতে পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে বড়ো ও ছোটোদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। বয়সে যারা আমাদের ছোটো তাদেরকে আমাদের আদর-স্নেহ ও ভালোবাসা দেওয়া উচিত। আমরা তাদের ভালো কাজে উৎসাহ প্রদান করব। তাদের আবদার পুরণ করব। পড়ালেখা ও অন্যান্য কাজে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করব। তাদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখব। তাদেরকে উপহাস বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করব না। তাদের সাথে মারামারি করব না। তাদেরকে গালাগাল করব না। কাউকে বিকৃত নামে ডাকব না। দোষ-ত্রুটি ধরে লজ্জা দেবো না। এভাবে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলব। মহানবি (স.)-এর এ সকল শিক্ষা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা ছোটো-বড়ো নির্বিশেষে সবার সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করব।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন:

- বাড়িতে বড়োদের কীভাবে সম্মান করো?
- ছোটোদের প্রতি কিভাবে স্নেহ প্রদর্শন করো?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে বোর্ডে লিখবেন।

(লক্ষণীয়: শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলে তাও গ্রহণ করবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যে কোনো একজন বা দু'জনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত

শুনবেন।)

৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:
আমরা বাড়িতে বড়োদের শ্রদ্ধা ও ছোটোদের স্নেহ করতে কিছু কাজ করে থাকি। আজ আমরা জানব কী কী উপায়ে ছোটো-বড়ো নির্বিশেষে সবার সাথে পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারি।

৬. এরপর শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন লিখবেন:
ছোটো বড়ো নির্বিশেষে সবার সাথে কী কী পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করা যায়?

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক সম্ভব হলে ছোটো-বড়ো নির্বিশেষে সবার সাথে পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ সম্পর্কিত ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করবেন। অতঃপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের মূল প্রশ্নের আলোকে পাঠের বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলবেন।

একক কাজ

শিক্ষার্থীরা বড়োদের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ ও ছোটোদের সঙ্গে স্নেহশীল আচরণ সম্পর্কে বর্ণনা করবে। শিক্ষক নিম্নোক্ত প্রশ্ন করে কাজটি করাতে পারেন।

- তোমরা কী কী কাজ করে ছোটো-বড়ো নির্বিশেষে সবার সাথে পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারো?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলো সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ব্রেইন স্টর্মিং-এর সুযোগ করে দিবেন এবং উত্তর পেতে (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।

শিক্ষক বোর্ডে গ্রাফিক সংগঠক ব্যবহার করে উত্তরগুলোর তালিকা তৈরি করবেন। (শিক্ষার্থী বলবে শিক্ষক উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন। ভুল হলে তাও লিখবেন। একজন শিক্ষার্থীর উত্তর সম্পর্কে অন্য শিক্ষার্থীর মতামত নিবেন। ভুল উত্তর দিলে অথবা উত্তর দিতে না পারলে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন বা ফিডব্যাক দিবেন।

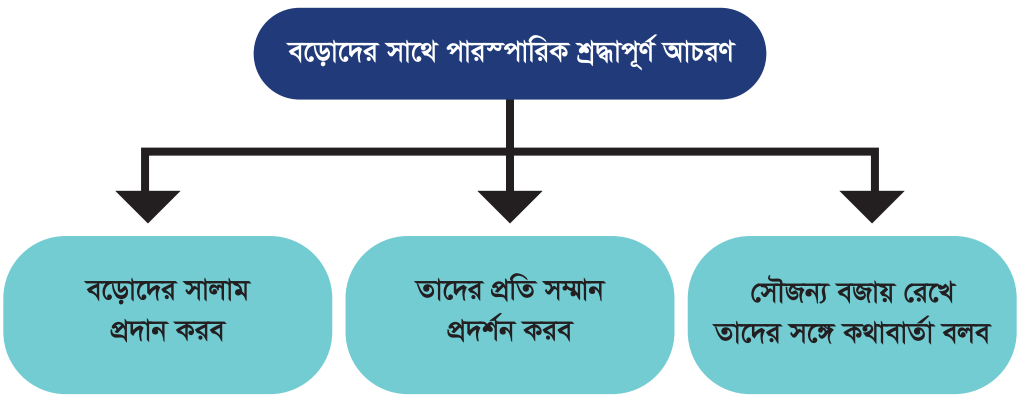

বিশেষ নির্দেশনা: যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন, কোনো কিছু সংযোজন এবং যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করবেন।

শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনার পর শিক্ষক বিষয়বস্তুর ধারণা আরও সুস্পষ্ট করবেন।

শিক্ষক বোর্ডে লেখা উত্তরগুলো পড়ে শোনাবেন। গ্রাফিক সংগঠকে নেই এমন কিছু আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক বলবেন, তাহলে আমরা জানলাম যে, আমরা বড়োদের সালাম প্রদান করব, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করব, সৌজন্য বজায় রেখে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলব, তাদের আদেশ-উপদেশ মান্য করব। ছোটোদের আদর-স্নেহ ও ভালোবাসা দেবো। তাদের ভালো কাজে উৎসাহ প্রদান করব। তাদের আবদার পূরণ করব। পড়ালেখা ও অন্যান্য কাজে তাদেকে সাহায্য সহযোগিতা করব। এভাবে ছোটো-বড়ো নির্বিশেষে সবার সাথে পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করব।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ সম্পর্কিত ভূমিকাভিনয় করে দেখাবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

সারসংক্ষেপ

পাঠ পরিসমাপ্তির পূর্বে শিক্ষক পরবর্তী পাঠের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতসহ আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে বলবেন–

পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে কেউ বয়সে বড়ো, কেউ বয়সে সমান আবার কেউ বয়সে ছোটো। ছোটো বড়ো নির্বিশেষে সবার সঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করা প্রয়োজন। এতে করে সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি হয়; একে অপরকে সম্মান করে ও ভালোবাসে; পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে এক মধুর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ইসলামে ছোটো-বড়ো নির্বিশেষে সবার সঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বড়োদের সালাম প্রদান করা, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, সৌজন্য বজায় রেখে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, তাদের আদেশ-উপদেশ মান্য করা, ছোটোদের আদর-স্নেহ ও ভালোবাসা দেওয়া, তাদের ভালো কাজে উৎসাহ প্রদান করা, তাদের আবদার পূরণ করা, পড়ালেখা ও অন্যান্য কাজে তাদের সাহায্য সহযোগিতা করা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে ছোটো-বড়ো

নির্বিশেষে সবার সাথে পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করা যায়।

আজকের পাঠে আমরা কী কী কাজ করে ছোটো বড়ো নির্বিশেষে সবার সাথে পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারি? সে সম্পর্কে জানলাম। আগামী পাঠে 'ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক' ও ইসলাম ধর্মের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বড়ো ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা সম্পর্কে জানব। তোমরাও এ বিষয়ে চিন্তা করে আসবে। অতঃপর শিক্ষক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যায় শেষে বর্ণিত শিখন মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

শিখন মূল্যায়ন ছক

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
		ভালো	খুব ভালো	উত্তম	
৩.১ নৈতিক গুণাবলি সম্পর্কে জেনে নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা।	**08.02.01.06** শিক্ষার্থী নৈতিক গুণাবলির গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিজ জীবনে চর্চা করছে।	শিক্ষার্থী নৈতিক গুণাবলি শিখন পরিবেশে চর্চা করেছে।	শিক্ষার্থী নৈতিক গুণাবলি নিকট পরিবেশে নিজ জীবনে চর্চা করেছে।	শিক্ষার্থী নৈতিক গুণাবলি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নিজ জীবনে চর্চা করেছে।	তৃতীয় অধ্যায়ের পাঠ-১, পাঠ-২, পাঠ-৩ ও পাঠ-৪ এর কাজগুলো
		যে বিষয় বিবেচনা করে পারদর্শিতার মাত্রা নিরূপন করা যেতে পারে			
		শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে নৈতিক আচরণ নিজ জীবনে কিভাবে চর্চা করা যায় তা ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।	শিক্ষার্থী নিকট পরিবেশে নৈতিক আচরণ নিজ জীবনে কিভাবে চর্চা করা যায় তা আলোচনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।	শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নৈতিক আচরণ নিজ জীবনে কিভাবে চর্চা করা যায় তা তালিকা তৈরি ও চিত্রাঙ্কন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।	

চতুর্থ অধ্যায়
অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৪.১ ইসলাম ধর্মের আলোকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা।

পাঠ বিভাজন: ৩

পাঠ- ১
ইসলাম ধর্মের উৎসব: ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

৪.১.১ ইসলাম ধর্মের উৎসব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

বিষয়বস্তু

ইসলাম ধর্মে ইবাদাত-বন্দেগির পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, শবে বরাত, শবে কৃদর, ঈদে মিলাদুন্নবি (স.) ইত্যাদি মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব। এগুলোর মধ্যে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা হচ্ছে প্রধান ধর্মীয় উৎসব।

বিশ্বের মুসলিমগণ বছরে দু'টি ঈদ উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকেন। প্রতি হিজরি বর্ষে রমজানের দীর্ঘ এক মাসের রোজা পালন শেষে শাওয়াল মাসের এক তারিখে নতুন চাঁদ দেখে ঈদুল ফিতর এবং জিলহজ মাসের দশ তারিখে ঈদুল আযহা উদ্‌যাপিত হয়। মহান আল্লাহর নির্দেশে হজরত ইব্‌রাহীম (আ.) নিজের প্রিয়পুত্র হজরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করতে প্রস্তুত হন। তাঁর এ ত্যাগের স্মৃতিস্বরূপ মুসলমানগণ কুরবানির ঈদ বা ঈদুল আয্‌হা উদ্‌যাপন করেন ও পশু কুরবানি করেন। ইসলামে ধনীদের ওপর কুরবানি করা ওয়াজিব।

চিত্র: ঈদ উৎসবে শুভেচ্ছা বিনিময় ও কোলাকুলি করার দৃশ্য

ঈদ আরবি শব্দ। এর অর্থ আনন্দ, উৎসব ইত্যাদি। ঈদের দিন হলো মুসলমানদের মহামিলন ও জাতীয় খুশির দিন। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেছেন, 'প্রত্যেক জাতিরই উৎসবের দিন আছে। আর আমাদের উৎসব হলো ঈদ' (বুখারি ও মুসলিম)। ঈদকে স্বাগত জানিয়ে আমরা পরস্পরকে 'ঈদ মুবারক' বলে শুভেচ্ছা জানাই। ঈদের দিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে ওযু ও গোসল করি। ফিরনি, পিঠা-পায়েস খেয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে দলবদ্ধ হয়ে ঈদগাহে যাই। এরপর ঈদের সালাত আদায় করে পরিচিত অপরিচিত সবার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় ও কোলাকুলি করি। ঈদের দিন এলাকার মুসল্লিগণ ঈদগাহে একত্রিত হন। দুই রাকাআত ঈদের সালাত আদায় করেন। ঈদের সালাত আদায় করা ওয়াজিব।

ইসলামে ঈদুল ফিতরের দিন ধনীদের ওপর ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব। ফিতরা হলো ধনীদের উপর নির্ধারিত গরিব-দুঃখীদের প্রাপ্য সাদ্‌কা বা দান; যা ঈদের নামাজের আগে অসহায় গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করতে হয়। ঈদুল আযহার কুরবানির পশুর গোশ্‌তে আত্মীয়-স্বজন ও গরিব-দুঃখী প্রতিবেশীর অধিকার রয়েছে। ফিতরা ও ঈদুল আযহার কোরবানির গোশ্‌ত পেয়ে গরিব-দুঃখী প্রতিবেশীরা আমাদের সঙ্গে ঈদ উৎসবের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে পারে। এভাবে ইসলামে ঈদের উৎসব ধনী গরিব সবার জন্য খুশি ও আনন্দের বার্তা বয়ে আনে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করবেন:

- আমাদের কি কোনো ধর্মীয় উৎসব আছে?
- তোমরা কি কোনো ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন করেছ?
- তোমরা কী কী ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন করেছ?

৩. উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে বোর্ডে লিখবেন।
(**লক্ষণীয়:** শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলে তাও গ্রহণ করবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যে কোনো একজন বা দু'জনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।)

৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:
'আজ আমরা ইসলাম ধর্মের প্রধান দুটি উৎসব ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা সম্পর্কে জানব এবং এ দুটি উৎসবে কী কী আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে সে সম্পর্কেও জানতে চেষ্টা করব।

৬. এরপর শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন লিখবেন:
'ইসলাম ধর্মের প্রধান দুটি ধর্মীয় উৎসব কী এবং উক্ত উৎসবের আনুষ্ঠানিকতাগুলো কী?

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক সম্ভব হলে প্রথমে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উদ্‌যাপন সম্পর্কিত ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের মূল প্রশ্নের আলোকে পাঠের বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলবেন।

একক কাজ

শিক্ষার্থীরা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার উৎসবে কী কী আনুষ্ঠানিকতা পালন করে সে সম্পর্কে বলবে। শিক্ষক

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এ কাজটি করাতে পারেন। যেমন তিনি প্রশ্ন করতে পারেন–

- তোমরা ইসলাম ধর্মের প্রধান দুটি উৎসব ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার উৎসবে কী কী আনুষ্ঠান পালন করে থাকো?

উত্তর পাওয়ার জন্য শিক্ষক কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।

শিক্ষক বোর্ডে গ্রাফিক সংগঠক ব্যবহার করে উত্তরগুলোর তালিকা তৈরি করবেন। (শিক্ষার্থী বলবে শিক্ষক উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন। ভুল হলে তাও লিখবেন। একজন শিক্ষার্থীর উত্তর সম্পর্কে অন্য শিক্ষার্থীর মতামত নিবেন। ভুল উত্তর দিলে অথবা উত্তর দিতে না পারলে প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

বিশেষ নির্দেশনা: যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন, কোনো কিছু সংযোজন এবং যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করবেন।

শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনার পর শিক্ষক বিষয়বস্তুর ধারণা আরও সুস্পষ্ট করবেন।

শিক্ষক বোর্ডে লেখা উত্তরগুলো পড়ে শোনাবেন। তালিকায় নেই এমন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার কয়েকটি আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক বলবেন, ইসলাম ধর্মের প্রধান দুটি উৎসব ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার উৎসবে এসব আনুষ্ঠানিকতা পালন করার মাধ্যমে আমরা যেমন আনন্দ লাভ করি। তেমনি আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও গরিব-দুঃখী প্রতিবেশী সবার জন্য খুশি ও আনন্দের বার্তা বয়ে আনে।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার উৎসবের দিন কুশল বিনিময়ের ভূমিকাভিনয় করে দেখাবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

সারসংক্ষেপ

ক্লাস পরিসমাপ্তির পূর্বে শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতসহ আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে বলবেন–

'আজ আমরা ইসলাম ধর্মের প্রধান দুটি উৎসব 'ঈদুল ফিতর' ও 'ঈদুল আযহা' উৎসব সম্পর্কে জানলাম এবং এ দু'টি উৎসবে কী কী আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে সে সম্পর্কেও জানতে পারলাম। আমরা আরও জানলাম যে, ইসলামের প্রধান দুটি ধর্মীয় উৎসব হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। এ দুটি অনুষ্ঠানে আমরা বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা পালন করে থাকি। আমরা সবার সঙ্গে দল বেঁধে ঈদগাহে সালাত আদায় করি, কোলাকুলি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করি এবং গরিব-দুঃখী মানুষদের সাহায্য-সহযোগিতা করি। আমরা যেমন আনন্দ লাভ করি তেমনি এ দুটি উৎসব আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও গরিব-দুঃখী প্রতিবেশী সবার জন্য খুশি ও আনন্দের বার্তা বয়ে আনে।

আজকে আমরা আমাদের ইসলাম ধর্মের প্রধান দুটি ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে জানলাম। আমাদের চারপাশে রয়েছে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্ট ধর্মের মানুষেরা। তারা কী কী ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন করে সে সম্পর্কে আমরা পরবর্তী পাঠে জানব। তোমরাও এ বিষয়ে চিন্তা করে আসবে।

এরপর শিক্ষক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যায় শেষে বর্ণিত শিখন মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পাঠ- ২

হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টধর্মের উৎসব

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

৪.১.২ হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টধর্মের উৎসব সম্পর্কে বলতে পারবে।

বিষয়বস্তু

আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে। তাদের সঙ্গে ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা করে চললে আমাদের দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে। আমরা তাদের সঙ্গে মতবিনিময়, সহনশীল আচরণ ও বিপদে-আপদে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। তাদেরকে আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানাতে পারি। তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও জানতে পারি। এতে করে আমাদের ও তাদের মধ্যে আস্থা, বিশ্বাস ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে।

এ পৃথিবীতে ইসলাম ধর্মের পাশাপাশি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্ট, ইয়াহুদী, শিখ, জৈন ইত্যাদি ধর্ম প্রচলিত রয়েছে। এসব ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে আমাদের ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা করে চলতে হবে। আমাদের ইসলাম ধর্মের যেমন ধর্মপ্রচারক, ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মীয় উৎসব আছে তেমনি এসব ধর্মেরও ধর্মপ্রচারক, ধর্মগ্রন্থ, উপাসনালয় ও ধর্মীয় উৎসব রয়েছে। হিন্দু ধর্মের নির্দিষ্ট কোনো ধর্মপ্রবর্তক নেই। যুগে যুগে ঋষিগণের দ্বারা এ ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে। এ ধর্মের উপাসনালয় হলো মন্দির আর উৎসব হচ্ছে দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি। বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মপ্রবর্তক হচ্ছেন গৌতম বুদ্ধ। এ ধর্মের উপাসনালয়ের নাম বৌদ্ধ বিহার। এ ধর্মের ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে বুদ্ধ পূর্ণিমা, বৈশাখী পূর্ণিমা, আশ্বিনী পূর্ণিমা ইত্যাদি। খ্রিষ্টধর্মের ধর্মপ্রবর্তক হচ্ছেন যীশু খ্রিষ্ট। এ ধর্মের উপাসনালয়ের নাম চার্চ বা গির্জা। এ ধর্মের ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে বড়দিন, গুড ফ্রাইডে, ইস্টার সানডে ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করবেন:

- তোমরা তোমাদের প্রতিবেশী ভিন্ন ধর্মের মানুষদের কোনো উৎসব উদ্‌যাপন করতে দেখেছ?
- দেখে থাকলে তাদের দু'টি উৎসবের নাম বলতে পারবে?

৩. উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে বোর্ডে লিখবেন।
(**লক্ষণীয়:** শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলে তাও গ্রহণ করবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যে কোনো একজন বা দু'জনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।)

৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:
'আজ আমরা আমাদের চারপাশে বসবাসকারী হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী মানুষদের প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে জানব এবং এসব উৎসবে কী কী আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে সে সম্পর্কেও জানতে চেষ্টা করব।

৬. এরপর শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন লিখবেন:
হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীদের প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসবগুলো নাম কী?

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টধর্মের উৎসবগুলোর নাম লেখা পোস্টার প্রদর্শন করবেন। অতঃপর পাঠের মূল প্রশ্নের আলোকে পাঠের বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলবেন।

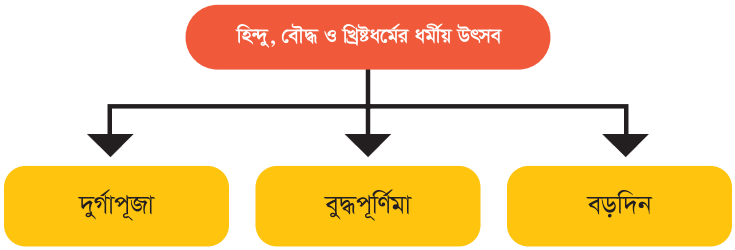

একক কাজ

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধর্মের উৎসবের নাম বলবে। শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এ কাজটি করাতে পারেন। যেমন-

- হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টধর্মের মানুষেরা কী কী ধর্মীয় উৎসব পালন করে থাকে?

উত্তর পাওয়ার জন্য শিক্ষক কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।
তিনি মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতিতে উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন। (শিক্ষার্থী বলবে শিক্ষক উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন। ভুল হলে তাও লিখবেন। একজন শিক্ষার্থীর উত্তর সম্পর্কে অন্য শিক্ষার্থীর মতামত নিবেন। ভুল উত্তর দিলে অথবা উত্তর দিতে না পারলে প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

হিন্দু ধর্মের উৎসব	বৌদ্ধ ধর্মের উৎসব	খ্রিষ্ট ধর্মের উৎসব
দুর্গাপূজা	বুদ্ধ পূর্ণিমা	ক্রিসমাস
কালিপূজা	আষাঢ়ী পূর্ণিমা	ইস্টার সানডে
লক্ষ্মীপূজা	মধু পূর্ণিমা	গুড ফ্রাইডে
জন্মাষ্টমী	আশ্বিনী পূর্ণিমা	ইস্টার সানডে
.....	.....	.....

বিশেষ নির্দেশনা: যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন, কোনো কিছু সংযোজন এবং যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করবেন।

শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনার পর শিক্ষক বিষয়বস্তুর ধারণা আরও সুস্পষ্ট করবেন।

শিক্ষক বোর্ডে লেখা উত্তরগুলো পড়ে শোনাবেন। তালিকায় নেই এমন কয়েকটি উৎসব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক বলবেন– হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীগণ উপরোক্ত ধর্মীয় উৎসবগুলো পালন করে থাকেন। এগুলো তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এছাড়াও তাদের আরো ধর্মীয় উৎসব রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে তোমরা

বড়ো হয়ে জানতে পারবে।

সারসংক্ষেপ

ক্লাস পরিসমাপ্তির পূর্বে শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতসহ আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে বলবেন–

হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টধর্মের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে দুর্গাপূজা, বুদ্ধ পূর্ণিমা, বড়দিন ইত্যাদি। এগুলো তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এছাড়াও তাদের আরো ধর্মীয় উৎসব রয়েছে।

এ পাঠে আমরা আমাদের চারপাশে বসবাসকারী হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীদের প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে জানলাম। কীভাবে তাদের সামাজিক অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে আমরা তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি সে সম্পর্কে পরবর্তী পাঠে জানব। তোমরাও এ বিষয়ে চিন্তা করে আসবে।

এরপর শিক্ষক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যায় শেষে বর্ণিত শিখন মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পাঠ- ৩

ধর্মীয় সম্প্রীতি

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

৪.১.৩ সামাজিক অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বিনিময় করে সম্প্রীতি গড়ে তুলবে।

বিষয়বস্তু

আমাদের চারপাশে রয়েছে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারীরা। তাদের কেউ আমাদের সহপাঠী, কেউ খেলার সাথী, কেউ প্রতিবেশী, কেউ বন্ধু-বান্ধব, কেউবা সহকর্মী এবং পরিচিতজন। তাদের আলাদা ধর্মীয় উপাসনা রয়েছে। আমরা তাদের ধর্মীয় উপাসনা ও উৎসব পালনে বাধা দেবো না। আমাদের মহানবি (স.) অন্য ধর্মের অনুসারীদেরকে স্বাধীনভাবে স্ব-স্ব ধর্ম পালন করতে দিয়েছিলেন। সে কারণে যে যেই ধর্মে বিশ্বাস করে সে সেই ধর্মীয় উপাসনা ও উৎসব নির্বিঘ্নে পালন করবে– এটাই ইসলামের শিক্ষা। তাই আমরা অন্য ধর্মের মানুষদেরকে ধর্মীয় উপাসনা ও অনুষ্ঠানাদি পালন করতে বাধা দেবো না। তাদের ধর্ম ও অনুষ্ঠানাদি নিয়ে কটাক্ষ করব না। তাদের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা জানাব। তাদের সঙ্গে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করব। তাদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলব ও ভালো ব্যবহার করব। আমাদের সঙ্গে তাদের বিভিন্ন কাজকর্মে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখব। এতে আমাদের ও তাদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টি হবে। অবিশ্বাস, হিংসা-বিদ্বেষ ও হানাহানি দূরীভূত হয়ে সমাজে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করবে।

চিত্র: ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সামাজিক অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বিনিময়ের চিত্র

ভিন্ন ধর্মের শিক্ষার্থীদের সাথে ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব সম্পর্কে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তোলা সহজ হয়। ধর্মীয় সম্প্রীতির মাধ্যমে দেশ ও সমাজে শান্তি-শৃংখলা বজায় থাকে। তাই আমরা আমাদের সহপাঠী শিক্ষার্থীদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তুলব।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করবেন:

- অন্য ধর্মের সহপাঠীদের কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছ?
- শুভেচ্ছা বিনিময় করলে তারা খুশি হয়েছে কি?

৩. উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে বোর্ডে লিখবেন।
(**লক্ষণীয়:** শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলে তাও গ্রহণ করবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যে কোনো একজন বা দু'জনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।)

৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:
'আজ আমরা মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিষ্টধর্মের সামাজিক অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে ধর্মীয় সম্প্রীতি তৈরি করা সম্পর্কে জানব।'

৬. এরপর শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন লিখবেন:
সকল ধর্মের মানুষদের সামাজিক অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে আমাদের করণীয়গুলো কী?

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক সম্ভব হলে ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টধর্মের সহপাঠীদের ধর্মীয় সম্প্রীতি সম্পর্কিত ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীরা কী কী লক্ষ্য করবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিবেন। অতঃপর তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের মূল প্রশ্নের আলোকে পাঠের বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলবেন।

একক কাজ

শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ধর্মের সহপাঠীদের সঙ্গে ধর্মীয় সম্প্রীতি সম্পর্কিত করণীয়গুলো সম্পর্কে বলবে। শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এ কাজটি করাতে পারেন। যেমন–

- ভিন্ন ধর্মের সহপাঠীদের সঙ্গে ধর্মীয় সম্প্রীতি সম্পর্কে তোমাদের করণীয়গুলো কী?

উত্তর পাওয়ার জন্য শিক্ষক কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।

শিক্ষক বোর্ডে গ্রাফিক সংগঠক ব্যবহার করে উত্তরগুলোর তালিকা তৈরি করবেন। (শিক্ষার্থী বলবে শিক্ষক উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন। ভুল হলে তাও লিখবেন। একজন শিক্ষার্থীর উত্তর সম্পর্কে অন্য শিক্ষার্থীর মতামত নিবেন। ভুল উত্তর দিলে অথবা উত্তর দিতে না পারলে প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

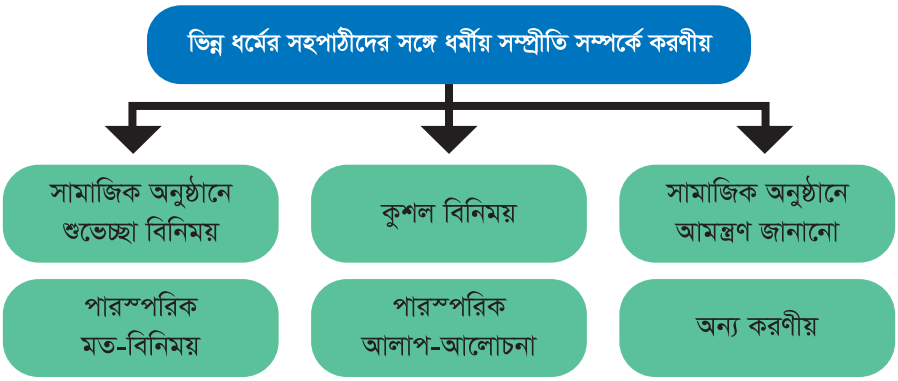

বিশেষ নির্দেশনা: যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন, কোনো কিছু সংযোজন এবং যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করবেন।

শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনার পর শিক্ষক বিষয়বস্তুর ধারণা আরও সুস্পষ্ট করবেন।

শিক্ষক বোর্ডে লেখা উত্তরগুলো পড়ে শোনাবেন। তালিকায় নেই এমন কয়েকটি করণীয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক বলবেন, তাহলে আমরা জানতে পারলাম যে, ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টধর্মের মানুষের সামাজিক অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বিনিময়, কুশল বিনিময় ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তুলতে পারি।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে সামাজিক অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বিনিময়, কুশল বিনিময় সম্পর্কিত ভূমিকাভিনয় করবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

সারসংক্ষেপ

ক্লাস পরিসমাপ্তির পূর্বে শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতসহ আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে বলবেন–

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সকল ধর্মের অনুসারীদের মিলেমিশে বসবাস করা প্রয়োজন হয়। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে সামাজিক অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বিনিময় ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় থাকে। তাই আমরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তুলব।

আমাদের জীবনে প্রকৃতি ও জীবজগতের অবদান কী তা আমরা পরবর্তী পাঠে জানব। তোমরাও এ বিষয়ে চিন্তা করে আসবে।

এরপর শিক্ষক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যায় শেষে বর্ণিত শিখন মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

শিখন মূল্যায়ন ছক

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
		ভালো	খুব ভালো	উত্তম	
৪.১ ইসলাম ধর্মের আলোকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা।	**08.02.01.07** শিক্ষার্থী ইসলাম ধর্মের আলোকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারছে।	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে ভিন্ন ধর্মের সহপাঠির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে শান্তিপূর্ণ আচরণ করছে।	শিক্ষার্থী নিকট পরিবেশে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে দায়িত্বশীল আচরণ করছে।	শিক্ষার্থী বিভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে শ্রদ্ধাশীল ও দায়িত্বশীল আচরণ করছে।	চতুর্থ অধ্যায়ের পাঠ-১, পাঠ-২ ও পাঠ-৩ এর কাজগুলো
		যে বিষয় বিবেচনা করে পারদর্শিতার মাত্রা নিরূপন করা যেতে পারে			
		শিক্ষার্থী ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ব্যাপারটি (যেমন-কুশল বিনিময়. শুভেচ্ছা বিনিময় ইত্যাদি) ভূমিকাভিয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।	শিক্ষার্থী ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের তালিকা তৈরি ও সে সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে ধর্মীয় সম্প্রীতির ব্যাপারটি প্রকাশ করেছে।	শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য করণীয় দিকগুলো আলোচনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।	

পঞ্চম অধ্যায়

মানুষ, প্রকৃতি, জীবজগৎ ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৫.১ মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে যত্নশীল হতে পারা।

পাঠ বিভাজন: ৩

পাঠ- ১

মানুষের জীবনে প্রকৃতি ও জীবজগতের অবদান

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

৫.১.১ মানুষের জীবনে প্রকৃতি ও জীবজগতের অবদান সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারবে।

বিষয়বস্তু

আমাদের চারপাশে রয়েছে মানুষ, প্রকৃতি, জীবজগৎ ও উদ্ভিদজগৎ; আছে নানা রকমের উদ্ভিদ, পশু-পাখি, গাছপালা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি। এ পৃথিবীতে আছে আলো-বাতাস, পানি-মেঘ-বৃষ্টি, ফল-ফুল, ফসলের মাঠ ইত্যাদি। এসব নিয়ে কতই না সুন্দর ও সাজানো গোছানো আমাদের প্রকৃতি। প্রকৃতি ও জীবজগতের কোনো কিছুই মানুষ তৈরি করতে পারে না।

চিত্র: আকাশ-বাতাস, পশু-পাখি, ফল-ফুল, গাছগাছালি, ফসলের মাঠ– এসবই মহান আল্লাহর দান

এসব কিছুই মহান আল্লাহ দয়া করে সৃষ্টি করেছেন আমাদের বেঁচে থাকার জন্য। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, তিনি তোমাদের কল্যাণে নিজ থেকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু নিয়োজিত করেছেন। এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে (সূরা আল-জাসিয়া: ১৩)। এভাবে মহান আল্লাহ পৃথিবীকে নদী-নালা,

খাল-বিল, সাগর, পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করে সুন্দর করে সাজিয়েছেন; সুজলা-সুফলা করেছেন আমাদের উপকারের জন্য।

মানুষের জীবনে প্রকৃতি ও জীবজগতের অবদান অপরিসীম। মাঠে মাঠে আমরা খাদ্য-শস্য ফলাই যা থেকে খাবার পেয়ে আমরা বেঁচে থাকি। গাছপালা থেকে পাই ফলমূল, পুকুর-সাগর-নদী থেকে মাছ এবং পশু-পাখি থেকে পাই মাংস ও দুধ এসব খেয়ে আমরা জীবন ধারণ করি। পানি আমাদের জীবনধারণের একটি অপরিহার্য উপকরণ বলে পানির অপর নাম জীবন। সূর্য আমাদের আলো ও তাপ দেয় বলেই আমরা বেঁচে থাকি।

চিত্র: মানুষের জীবনে প্রকৃতি ও জীবজগতের অবদান সম্পর্কিত ছবি

প্রকৃতির সবকিছুই আমাদের জন্য একান্ত উপকারী বন্ধু। প্রকৃতি ও জীবজন্তু আমাদের জীবনধারণের জন্য অগণিত উপাদানের যোগান দেয়। আমাদের খাদ্য ছাড়াও ঔষধ, পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাড়ি-ঘর নির্মাণের সামগ্রী, বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন ইত্যাদি প্রকৃতি ও জীবজন্তু থেকে পাই। গাছপালা ও বন-বনানী ছায়া দিয়ে পৃথিবীকে শীতল রাখে। ফলে নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আমরা রক্ষা পাই। মাথার ওপর রয়েছে সুন্দর নীল আকাশ। দিনে আকাশে সূর্য ওঠে আর রাতে ওঠে চাঁদ। সূর্যের আলো আমাদের ও পৃথিবীর সবকিছুকে আলোয় উদ্ভাসিত করে। রাতের আকাশ তারায় তারায় ঝলমল করে। রাতের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ আলোয় ভরিয়ে দিলে আমরা আনন্দ পাই। এভাবে বিশাল প্রকৃতি আমাদের মনে আবেগ ও শৈল্পিক অনুভূতি জাগ্রত করে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করবেন:

- আমাদের চারপাশে কী কী গাছ ও প্রাণী আছে?
- এদের কাছ থেকে আমরা কী কী উপকার পাই?

৩. উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে বোর্ডে লিখবেন।

(**লক্ষণীয়:** শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলে তাও গ্রহণ করবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যে কোনো একজন বা দু'জনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।)

৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:
'আমাদের চারপাশের রয়েছে অগণিত গাছ ও প্রাণী। এগুলো নিয়ে গড়ে উঠেছে প্রকৃতি ও জীবজগৎ। মানুষের জীবনে এদের অনেক অবদান রয়েছে। আজ আমরা সে সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করব।'
৬. এরপর শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন লিখবেন:
মানুষের জীবনে প্রকৃতি ও জীবজগতের অবদানগুলো কী?

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক সম্ভব হলে মানুষের জীবনে প্রকৃতি ও জীবজগতের অবদান সম্পর্কিত ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করবেন। অতঃপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের মূল প্রশ্নের আলোকে পাঠের বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলবেন।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা মানুষের জীবনে প্রকৃতি ও জীবজগতের অবদান সম্পর্কে তালিকা করবে। শিক্ষক নিম্নোক্ত প্রশ্ন করে কাজটি করাতে পারেন।

- মানুষের জীবনে প্রকৃতি ও জীবজগতের অবদানগুলো কী?

উত্তর পাওয়ার জন্য শিক্ষক কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।
শিক্ষক বোর্ডে মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতি ব্যবহার করে উত্তরগুলোর তালিকা তৈরি করবেন। (শিক্ষার্থী বলবে শিক্ষক উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন। ভুল হলে তাও লিখবেন। একজন শিক্ষার্থীর উত্তর সম্পর্কে অন্য শিক্ষার্থীর মতামত নিবেন। ভুল উত্তর দিলে অথবা উত্তর দিতে না পারলে প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

বিশেষ নির্দেশনা: যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন, কোনো কিছু সংযোজন এবং যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করবেন।

শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনার পর শিক্ষক বিষয়বস্তুর ধারণা আরও সুস্পষ্ট করবেন।

শিক্ষক বোর্ডে লেখা উত্তরগুলো পড়ে শোনাবেন। তালিকায় নেই এমন আল্লাহর কয়েকটি অবদান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক বলবেন, মানুষের জীবনে প্রকৃতি ও জীবজগতের অবদান রয়েছে।

সারসংক্ষেপ

ক্লাস পরিসমাপ্তির পূর্বে শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতসহ আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে বলবেন–

মানুষের জীবনে প্রকৃতি ও জীবজগতের অবদান রয়েছে। প্রকৃতি ও জীবজন্তু আমাদের জীবনধারণের জন্য আরো অগণিত উপাদানের যোগান দেয়। আমাদের খাদ্য ছাড়াও ঔষধ, পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাড়ি-ঘর নির্মাণের সামগ্রী, বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন ইত্যাদি আমরা প্রকৃতি ও জীবজন্তু থেকে পাই। প্রকৃতির সবকিছুই আমাদের জন্য একান্ত উপকারী বন্ধু। তাই আমাদের প্রকৃতি ও জীবজন্তুর পরিচর্যা করতে হবে। কীভাবে প্রকৃতি ও জীবজন্তুর পরিচর্যা করতে হবে সে সম্পর্কে আমরা পরবর্তী পাঠে জানব। তোমরাও এ বিষয়ে চিন্তা করে আসবে।

এরপর শিক্ষক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যায় শেষে বর্ণিত শিখন মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পাঠ- ২

ইসলামের আলোকে প্রকৃতি ও জীবজগতের পরিচর্যা

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

৫.১.২ ইসলামের আলোকে প্রকৃতি ও জীবজগতের পরিচর্যা করতে পারবে।

বিষয়বস্তু

আমাদের জীবন ধারণের জন্য সব কিছু পাই প্রকৃতি ও জীবজগৎ থেকে। তাই এগুলোর পরিচর্যা করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমাদের ধর্ম ইসলামেও প্রকৃতি ও জীবজগতের পরিচর্যার জন্য নির্দেশনা রয়েছে। যেমন- গাছপালা আমাদের পৃথিবীর পরিবেশ ভারসাম্যপূর্ণ ও দূষণমুক্ত রাখতে বড়ো ভূমিকা রাখে। তাই ইসলামে বৃক্ষরোপণ করার নির্দেশনা রয়েছে। আমাদের মহানবি (স.) নিজ হাতে বৃক্ষরোপণ করেছেন; বৃক্ষের পরিচর্যা করছেন; তাঁর সাহাবিগণকেও বৃক্ষরোপণে ও পরিচর্যায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি ও তাঁর সাহাবিগণ ব্যক্তিগত ও সামাজিক বনায়নও করেছেন। মহানবি (স.) বলেছেন–

"مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ".

অর্থাৎ, 'যদি কোনো মুসলমান একটি বৃক্ষ রোপণ করে অথবা কোনো বীজ বপন করে এবং সে গাছে ফল-ফলাদি-শস্য হলে তা থেকে কোনো মানুষ কিংবা পাখি অথবা পশু ভক্ষণ করে, তবে তা উৎপাদনকারীর জন্য সদকা (দান) স্বরূপ গণ্য হবে।' (সহিহ্ বুখারি: ২৩২০, সহিহ্ মুসলিম: ১৫৬৩/১২)

চিত্র: ভাইবোন মিলে বাগানে গাছের চারা রোপণ ও পরিচর্যার দৃশ্য

ইসলামে প্রকৃতি ও জীবজগতের পরিচর্যার জন্য যেমন নির্দেশনা রয়েছে, তেমনি একে নির্মল রাখার জন্যও বলা হয়েছে। মহানবি (স.) বলেছেন, তোমরা তিন অভিশপ্ত ব্যক্তি থেকে বেঁচে থাকো- যে পানির ঘাটে, রাস্তার ওপর ও গাছের ছায়ায় মল-মূত্র ত্যাগ করে। (সুনানে আবু দাউদ: ২৬)

তাই ইসলামে ছায়াদার, ফলবান বৃক্ষের নিচে, পানিতে ও গর্তে মল-মূত্র ত্যাগ করা নিষেধ। গাছ মানুষকে ছায়া

দেয়। গাছের নিচে মানুষ বিশ্রাম করে। মানুষ নদী-নালা-পুকুরে গোসল করে। তাই গাছের নিচে কিংবা পানিতে প্রস্রাব করা নিষেধ। তাছাড়া যেখানে সেখানে মল-মূত্র ত্যাগ করলে দুর্গন্ধ ও জীবাণু ছড়ায়। তাই মানুষের ভালো থাকার জন্যই পরিবেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট করে এমন সকল কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ। আমরা প্রায়শঃ রাস্তাঘাটসহ মাঠে ঘাটে ময়লা আর্বজনা পড়ে থাকতে দেখি। এতে যেমন প্রকৃতি ও জীবজগতের ক্ষতি হয়, তেমনি মানুষের চলাচলেও কষ্ট হয়। তাই চলাচলের স্থান থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা ইমানি দায়িত্ব ও কর্তব্য। মহানবি (স.) চলাচলের স্থান থেকে কষ্টদায়ক বস্তু ও আবর্জনা পরিষ্কার করাকে ইমানের (আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনের) অংশ হিসাবে ঘোষণা করে বলেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ .

অর্থাৎ– হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'রাসুল (সা.) বলেছেন: 'ইমানের সত্তরেরও বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে। সর্বোচ্চ শাখা হলো 'আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই' এ সাক্ষ্য দেওয়া; আর সর্বনিম্ন হলো রাস্তা (চলাচলের স্থান) থেকে কষ্টদায়ক বস্তু (ময়লা, আবর্জনা ইত্যাদি) অপসারণ করা।'

আমাদের বাড়িতে, রাস্তায়, বিদ্যালয়ে, মাঠে-ঘাটে, পার্ক ও পর্যটনকেন্দ্রে অনেকে খাবারের উচ্ছিষ্ট, ময়লা-আবর্জনা, কাগজের ঠোঙ্গা, প্লাস্টিকের বোতল, পলিথিনের ঠোঙ্গাসহ নানা রকমের বর্জ্য পদার্থ ফেলে মানুষের জন্য কষ্টকর অবস্থার সৃষ্টি করে। এ সমস্ত কারণে আমাদের পুকুর, নদী-নালা ও খাল-বিলের পরিবেশও নষ্ট হয়ে যায়। এতে করে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে আমাদের ভীষণ ক্ষতি হয়।

চিত্র: প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে ঘরবাড়ি ডুবে যাওয়ার দৃশ্য

সুতরাং এ সকল গর্হিত কাজ থেকে আমরা বিরত থাকব; প্রকৃতিকে ভালোবেসে এর পরিচর্যা করব; নিজেরা গাছ

লাগাব ও অন্যদের গাছ লাগাতে উৎসাহিত করব। যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলব না, গাছপালা ধ্বংস করব না, অকারণে পশু-পাখি মারব না, পশু-পাখিসহ নিকট পরিবেশের সকল জীব ও প্রকৃতিকে ভালোবেসে পরিচর্যা করব; তাদের জন্য ক্ষতিকর হয় এমন কোনো কাজ করব না। আমাদের মহানবি (স.)ও এ সকল গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। একদিন একজন সাহাবি (রা.) একটি গাছের পাতা ছিঁড়লে মহানবি (স.) তাঁকে বললেন, 'তুমি আর ঐরকম বিনা প্রয়োজনে গাছের পাতা ছিঁড়বে না'। ইসলামে তাই বিনা প্রয়োজনে গাছ কর্তন করা যেমন নিষেধ, তেমনি গাছের পাতাও ছেঁড়া নিষেধ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করবেন:

- তোমাদের বাড়িতে তোমরা কখনো গাছের চারা লাগিয়েছ?
- তোমরা কীভাবে তার পরিচর্যা করো?

৩. উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে বোর্ডে লিখবেন।
(**লক্ষণীয়:** শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলে তাও গ্রহণ করবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যে কোনো একজন বা দু'জনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।)

৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:
'তোমরা যেভাবে বাড়িতে গাছের পরিচর্যা করো সেভাবে তোমাদের বাড়ির বাইরে নিকট পরিবেশে যে প্রকৃতি ও জীবজগৎ রয়েছে সেগুলোরও পরিচর্যা করতে হবে। আজ আমরা কী কী উপায়ে আমরা প্রকৃতি ও জীবজগতের পরিচর্যা করতে পারি সে সম্পর্কে জানব।'

৬. এরপর শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন লিখবেন:

- প্রকৃতি ও জীবজগতের পরিচর্যার উপায়গুলো কী।

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক সম্ভব হলে প্রকৃতি ও জীবজগতের পরিচর্যা সম্পর্কিত ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করবেন। অতঃপর তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের মূল প্রশ্নের আলোকে পাঠের বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলবেন।

একক কাজ/জোড়ায় কাজ

শিক্ষার্থীরা প্রকৃতি ও জীবজগতের পরিচর্যার উপায় সম্পর্কে বলবে। শিক্ষক নিম্নোক্ত প্রশ্ন করে কাজটি করাতে পারেন।

- প্রকৃতি ও জীবজগতের পরিচর্যা উপায়গুলো কী?

উত্তর পাওয়ার জন্য শিক্ষক কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।
শিক্ষক বোর্ডে গ্রাফিক সংগঠক ব্যবহার করে উত্তরগুলোর তালিকা তৈরি করবেন। (শিক্ষার্থী বলবে শিক্ষক উত্তরগুলো

বোর্ডে লিখবেন। ভুল হলে তাও লিখবেন। একজন শিক্ষার্থীর উত্তর সম্পর্কে অন্য শিক্ষার্থীর মতামত নিবেন। ভুল উত্তর দিলে অথবা উত্তর দিতে না পারলে প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

আমরা বেশী করে গাছ লাগাব
গাছপালার যত্ন নেব
গাছে পানি দেবো
গাছের পাতা ছিঁড়ব না
গাছের নিচে ও পানিতে মল-মূত্র ত্যাগ করব না
পশু-পাখির যত্ন নেব
পশু-পাখিকে খাবার দেবো
যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলব না
ময়লা পরিষ্কার করব
পানির অপচয় করব না
পানিতে ময়লা-আবর্জনা ফেলব না
.....
.....

বিশেষ নির্দেশনা: যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন, কোনো কিছু সংযোজন এবং যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করবেন।

শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনার পর শিক্ষক বিষয়বস্তুর ধারণা আরও সুস্পষ্ট করবেন।
শিক্ষক বোর্ডে লেখা উত্তরগুলো পড়ে শোনাবেন। তালিকায় নেই এমন মহান আল্লাহর কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক বলবেন, তাহলে আমরা জানলাম যে, আমরা প্রকৃতি ও জীবজগতের পরিচর্যার জন্য বৃক্ষরোপণ, পশু-পাখিকে খাবার দেওয়া, পানির অপচয় না করা, রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার রাখাসহ বিভিন্ন উপায় অনুশীলন করতে পারি।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে প্রকৃতি ও জীবজগতের পরিচর্যা করার ভূমিকাভিনয় করে দেখাবে। গাছের চারা রোপণ করে গোড়ায় পানি দিয়ে দেখাবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

সারসংক্ষেপ

ক্লাস পরিসমাপ্তির পূর্বে শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতসহ আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে বলবেন–

আমাদের চারপাশের প্রকৃতি ও জীবজগৎ আল্লাহর সৃষ্টি। ইসলামে প্রকৃতি ও জীবজগতের পরিচর্যার নির্দেশনা রয়েছে। আমরা নিজেরা গাছ লাগাবো ও অন্যদের গাছ লাগাতে উৎসাহিত করব। যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলব না, গাছপালা ধ্বংস করব না, অকারণে পশু-পাখি মারব না, পশু-পাখিসহ নিকট পরিবেশের সকল জীব ও প্রকৃতিকে ভালোবেসে পরিচর্যা করব; তাদের জন্য ক্ষতিকর হয় এমন কোনো কাজ করব না। আমাদের মহানবি (স.) এ সকল গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রকৃতি ও জীবজন্তু মহান আল্লাহর সৃষ্টি। এ সৃষ্টি থেকে আমরা উপকৃত হয়ে থাকি। তাই এগুলোকে ভালোবাসতে হবে; পরিচর্যা করতে হবে; এগুলোর প্রতি যত্নশীল হতে হবে।

কী কী উপায় অবলম্বন করে আমরা প্রকৃতি ও জীবজন্তুর প্রতি যত্নশীল হতে পারি তা পরবর্তী পাঠে জানব। তোমরাও এ বিষয়ে চিন্তা করে আসবে।

এরপর শিক্ষক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যায় শেষে বর্ণিত শিখন মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পাঠ- ৩

ইসলামের আলোকে প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি যত্নশীল হওয়া

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

৫.১.৩ ইসলামের আলোকে প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি যত্নশীল হতে পারবে।

বিষয়বস্তু

প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি যত্নশীল হওয়া আমাদের কর্তব্য। আমাদের চারপাশের সৃষ্টিজগত নিয়ে গড়ে উঠেছে প্রকৃতি; নিকট পরিবেশের জীবের মধ্যে আছে বিভিন্ন প্রকারের পোষা পশুপাখি। এর বাইরেও রয়েছে বহু জাতের বন্য জীব-জন্তু। এগুলো সবই মহান আল্লাহর সৃষ্টি। এসবই আমাদের উপকারে লাগে। তাই এদের ভালোবেসে যত্ন নিতে হবে। আমরা যদি এসবের প্রতি দয়া করি মহান আল্লাহর আমাদের প্রতি দয়া করবেন।

চিত্র: মানুষ, প্রকৃতি আল্লাহর অনুপম সৃষ্টি

আমরা যদি প্রকৃতিকে ভালোবেসে এর যত্ন না করি তাহলে পরিণামে আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবো। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ আমাদের সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন-

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ

(অর্থাৎ, মানুষের কৃতকর্মের কারণে স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে (সূরা আর-রুম: ৪১)।

মহান আল্লাহর এ সতর্কবাণী থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, আমরা যদি প্রকৃতিকে ভালো না বাসি; বরং ধ্বংস করতে থাকি, তাহলে আমাদের পৃথিবী আমাদের বসবাসের যোগ্য থাকবে না। পৃথিবীতে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটবে; ঝড়, বন্যা, মহামারি দেখা দেবে।

ইসলামে জীবের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে নির্দেশনা রয়েছে। আমাদের মহানবি (স.) জীবকে কষ্ট দেওয়া সহ্য করতে পারতেন না। একদিন চলার পথে তিনি দেখলেন, একটি উটের পিঠে ভারী বোঝা চাপানোর ফলে সহজে পথ চলতে পারছিল না। তা সত্ত্বেও চালক উটটির গতি বাড়ানোর জন্য বারবার চাবুক মারছিল আর উটটি অসহ্য যন্ত্রণায় ঘাড় নাড়ছিল। মহানবি (স.) তা দেখে ব্যথিত হন এবং উটটির প্রতি সদয় ও যত্নশীল হতে নির্দেশ দেন।

চিত্র: প্রাণীর প্রতি দয়া

আমাদের মহানবি (স.) নিজে যেমন সৃষ্টিজগতের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতেন, তার সাহাবিদেরকেও দয়া করতে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পৃথিবীবাসীর প্রতি যে ভালোবাসা প্রদর্শন করে মহান আল্লাহর তার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করেন। পৃথিবীবাসীর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের দায়িত্ব মানুষ পর্যন্ত সীমিত নয়, মানুষকে অবশ্যই দয়া প্রদর্শন করতে হবে এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীবাসী সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতিও দয়া প্রদর্শন করতে হবে। মহানবি (স.) এর সাহাবি হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর নাম হলো আবদুর রহমান। কিন্তু তিনি বিড়ালের বাচ্চা সঙ্গে রেখে পুষতেন। তাই তার নাম আবু হুরায়রা (বিড়ালের পিতা) হয়ে গেছে। প্রাণীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অগাধ।

ইসলামের এ সকল শিক্ষা থেকে আমরা বুঝলাম যে, মহান আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমরা বাড়িতে গাছপালা রোপণ করব। গাছপালার পরিচর্যা করব। বৃক্ষনিধনের মতো গর্হিত কাজ করব না। অযথা আমরা গাছপালা কেটে বন উজাড় করব না। প্রকৃতিকে সংরক্ষণের চেষ্টা করব। প্রকৃতির প্রতিটি উপাদান যেমন- গাছপালা, বনাঞ্চল, পাহাড়, নদী, সমুদ্র সৈকত ইত্যাদিকে সংরক্ষণের চেষ্টা করব। প্রকৃতির উপাদানগুলো পরিবর্তনের চেষ্টা করব না। পরিবেশের বাতাস ও পানি বিশুদ্ধ রাখতে সচেষ্ট হব। পশু-পাখিকে খাবার দেবো। অসুস্থ পশু-পাখির যত্ন নেব। কোনো প্রাণীকে অত্যাচার কিংবা বিনা কারণে হত্যা করব না। এভাবে আমরা প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি যত্নশীল হওয়ার মাধ্যমে তাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করবেন:

- তোমাদের বাড়িতে কি পোষা প্রাণী আছে?
- থাকলে তোমরা তাদের যত্ন নিতে কী কী কাজ করো?

৩. উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে বোর্ডে লিখবেন।

(**লক্ষণীয়:** শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলে তাও গ্রহণ করবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যে কোনো একজন বা দু'জনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।)

৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:
'তোমরা যেভাবে বাড়িতে পোষা প্রাণীর যত্ন নাও সেভাবে তোমাদের বাড়ির বাইরে নিকট পরিবেশে যে প্রকৃতি ও জীবজগৎ রয়েছে সেগুলোরও যত্ন নিতে হবে। আজ আমরা কী কী উপায়ে প্রকৃতি ও জীবজগতের যত্ন নিতে পারি সে সম্পর্কে জানব।'

৬. এরপর শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন লিখবেন:
কীভাবে আমরা আমাদের নিকট পরিবেশের জীব ও প্রকৃতির প্রতি যত্নশীল হতে পারি?

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক সম্ভব হলে প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি যত্নশীল হওয়া সম্পর্কিত ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করবেন। অতঃপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের মূল প্রশ্নের আলোকে পাঠের বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলবেন।

একক কাজ

শিক্ষার্থীরা প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি যত্নশীল হওয়ার উপায়গুলো সম্পর্কে বর্ণনা করবে। শিক্ষক নিম্নোক্ত প্রশ্ন করে কাজটি করাতে পারেন।

- প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি যত্নশীল হওয়ার উপায়গুলো কী?

উত্তর পাওয়ার জন্য শিক্ষক কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।
শিক্ষক বোর্ডে গ্রাফিক সংগঠক ব্যবহার করে উত্তরগুলোর তালিকা তৈরি করবেন। (শিক্ষার্থী বলবে শিক্ষক উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন। ভুল হলে তাও লিখবেন। একজন শিক্ষার্থীর উত্তর সম্পর্কে অন্য শিক্ষার্থীর মতামত নিবেন। ভুল উত্তর দিলে অথবা উত্তর দিতে না পারলে প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

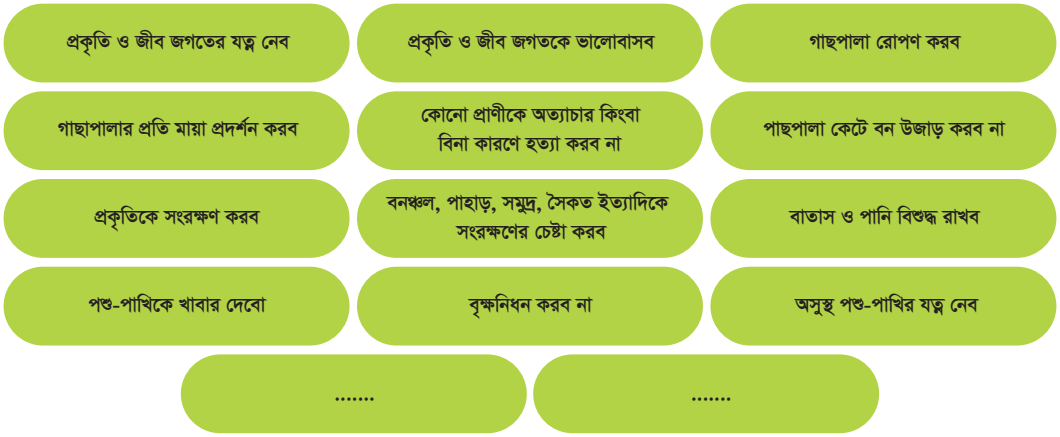

বিশেষ নির্দেশনা: যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন, কোনো কিছু সংযোজন এবং যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করবেন।
শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনার পর শিক্ষক বিষয়বস্তুর ধারণা আরও সুস্পষ্ট করবেন।

শিক্ষক বোর্ডে লেখা উত্তরগুলো পড়ে শোনাবেন। তালিকায় নেই এমন কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক বলবেন, তাহলে আমরা জানলাম যে, আমরা প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি যত্নশীল হওয়ার জন্য বাড়িতে গাছপালা রোপণ, গাছপালার প্রতি মায়া প্রদর্শন, প্রকৃতিকে সংরক্ষণসহ বিভিন্ন উপায় অনুশীলন করতে পারি।

দলগত কাজ

সবশেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নের যেকোনো একটি কাজ করবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

১. শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষের/স্কুলের মাঠের/রাস্তার আবর্জনা ও ক্ষতিকর বস্তু পরিষ্কার করে দেখাবে।
২. প্রকৃতি ও জীবজগতের পরিচর্যা বিষয়ক গল্প বলবে।
৩. দলে ভাগ হয়ে প্রকৃতি ও জীবজগতের পরিচর্যা করার ভূমিকাভিনয় করে দেখাবে।

সারসংক্ষেপ

ক্লাস পরিসমাপ্তির পূর্বে শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতসহ আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে বলবেন–

প্রকৃতি ও জীবজন্তু আল্লাহর সৃষ্টি। এ সৃষ্টি থেকে আমরা উপকৃত হয়ে থাকি। ইসলামে এগুলোর প্রতি যত্নশীল হওয়ার জন্য নির্দেশনা রয়েছে। আমাদের মহানবি (স.) ও তাঁর সাহাবিগণও প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি যত্নশীল ছিলেন। তাই এগুলোর প্রতি আমাদেরও যত্নশীল হতে হবে। আমরা প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি যত্নশীল হওয়ার জন্য প্রকৃতিকে সংরক্ষণ, গাছপালা, বনাঞ্চল, পাহাড়, নদী, সমুদ্র সৈকত ইত্যাদিকে সংরক্ষণ, প্রকৃতির উপাদানগুলো পরিবর্তন না করা, পরিবেশের বাতাস ও পানি বিশুদ্ধ রাখা, পশু পাখিকে খাবার দেওয়া, অসুস্থ পশু-পাখির যত্ন নেওয়া ইত্যাদি উপায় অনুশীলন করতে পারি।

পরবর্তী শ্রেণিতে আমরা প্রকৃতি ও জীবজগতের পরিচর্যা বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানব। তোমরাও এ বিষয়ে চিন্তা করে আসবে।

এরপর শিক্ষক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যায় শেষে বর্ণিত শিখন মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

শিখন মূল্যায়ন ছক

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
		ভালো	খুব ভালো	উত্তম	
৫.১ মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে যত্নশীল হতে পারা।	**08.02.01.08** শিক্ষার্থী মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে যত্নশীল হতে পারছে।	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে শিক্ষক ও সহপাঠীদের সহায়তায় প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি যত্নশীল আচরণ করছে।	শিক্ষার্থী বড়োদের সহায়তায় নিকট পরিবেশে মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি যত্নশীল আচরণ করছে।	শিক্ষার্থী বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি যত্নশীল আচরণ করছে।	পঞ্চম অধ্যায়ের পাঠ-১, পাঠ-২ ও পাঠ-৩ এর কাজগুলো
		যে বিষয় বিবেচনা করে পারদর্শিতার মাত্রা নিরূপন করা যেতে পারে			
		শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি অবদান ও এদের পরিচর্যা সম্পর্কে যত্নশীল হওয়ার উপায়গুলো তালিকা তৈরির মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি অবদান ও এদের পরিচর্যা সম্পর্কে যত্নশীল হওয়ার উপায়গুলো ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি অবদান ও এদের পরিচর্যা সম্পর্কে যত্নশীল হওয়ার উপায়গুলো আলোচনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।	

সমাপ্ত